হে প্রিয় বোন আমার!

আবু যারীফ

হে প্রিয় বোন আমার !

আবু যারীফ

© সংকলক কর্তৃক সংরক্ষিত

[তবে অপরিবর্তিত অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি, সংগঠন কিংবা প্রতিষ্ঠান এই প্রকাশনা প্রচার বা বিতরণ করার অধিকার রাখেন।]

প্রকাশকাল

অনলাইন সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী' ২০১৯ ঈসায়ী

প্রিন্ট সংস্করণ : মে' ২০১৯ ঈসায়ী

দ্বিতীয় সংস্করণ : রমাদান' ১৪৪১ হিজরী, মে' ২০২০ ঈসায়ী

হে প্রিয় বোন আমার !

শ্রাবণের বৃষ্টিতে স্বামীকে নিয়ে রিকশায় বসে
লক্ষ কোটি বছরের বৃষ্টিবিলাস,
রাতের খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে
দু'জনের হা করে জ্যোৎস্না গেলা,
শেষ বিকেলের মরে আসা নরম হলুদ আলোয়
দু'জন দু'জনার চোখের দিকে তাকিয়ে
হাজার হাজার বছর কাটিয়ে দেয়া-
তুমি যা কিছু কল্পনা করতে পারো,
আর যা কিছু পারোনা,
জান্নাতের সুখ ছাড়িয়ে যাবে তার সব কিছুকেই ।
ইচ্ছে হলে দু'জনে ঘুরে বেড়াবে জান্নাতের বাগানে।
মাথার ওপর থেকে আলতো করে
পড়বে গাছের ঝরা পাতা।
তুমি তোমার স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে হাঁটবে,
তুমি তাকে শোনাবে শাশ্বত প্রেমের কোন কবিতা...

এ সীমাহীন ভালোবাসাকে তোমরা
কিসের জন্য ছুড়ে ফেলছ?
কিসের মোহে বিকিয়ে দিচ্ছো?

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

والصَّلاةُ والسَّلاَمُ عَلي رَسُولِ اللهِ وبعد:

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্ তা'আলার তরে নিবেদিত,
যিনি জগতসমূহের একমাত্র সত্য রব্বে।
যিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, মহাক্ষমাশীল,
বিচার দিনের মালিক।
প্রশংসা করছি মহান রব্বে আল্লাহ্'র,
যদিও তিনি সৃষ্টির প্রশংসার মুহতাজ নন!
কারণ তাঁর দয়া ঐ সকল সৃষ্টির কল্পনার অতীত,
যারা তাঁর প্রশংসা করে।

আমাদের পক্ষ থেকে
অগণিত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক
আল্লাহ্'র সর্বশেষ নাবী ও রাসূল আমাদের প্রাণপ্রিয়
মহামহিম হযরত রাসূলে কারীম (ﷺ)এর প্রতি।
আল্লাহ্'র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-
পরিজন ও সহচরগণের উপর
এবং তাঁদেরও উপর যারা একনিষ্ঠভাবে কেবল
নববী আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন।

সংকলকের নিবেদন

আলহামদুলিল্লাহ্! ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহ্ (ﷺ)। অতঃপর-

দ্বীনের দাওয়াত ও মেহনতের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে বহুদিন থেকেই মুসলিম বোনদেরকে নিয়ে কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল। বিভিন্ন ব্লগ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় একটু আধটু লিখেছিও মাঝে মধ্যে। তবে তা নিজেকেই তৃপ্ত করতে পারেনি তেমন। তবুও হাল ছাড়িনি। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি আসলো ব্লগ ও সোশ্যাল মিডিয়ায় বোনদেরকে নিয়ে অনেকেই তো নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি ও পরামর্শ শেয়ার করে থাকেন। সেগুলোর চুম্বক অংশগুলো নিয়ে নিজের সম্পাদনায় একটি বই সংকলন করে প্রকাশ করলে তো মন্দ হয় না! এই আবেগকে পুঁজি করেই শুরু করেছিলাম সংকলন তৈরীর কাজ। অবশেষে সেই সংকলনকে আল-কুরআনুল কারীম, সহীহ্ সুন্নাহ্, মুসলিম স্কলারদের প্রবন্ধ এবং নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে সম্পাদনা করে একটি নাসীহাহমূলক বইয়ে রূপ দিলাম।

এই নাসীহাহ সংকলনটি মুসলিম বোনদের ইসলাহ্ তথা সংশোধনের জন্য বিভিন্ন দরদী ভাই ও বোনদের হৃদয় নিংড়ানো আকুতির আক্ষরিক রূপ বলা যায়। প্রকৃত কল্যাণকামী দ্বীনি ভাই ও বোনদের নাসীহাহ্ কতটা হৃদয়গ্রাহী হতে পারে তা এই নাসীহাহ্ সংকলনের প্যারায় প্যারায় ফুটে উঠেছে।

মহান রব্ব এই নাসীহাহ সংকলনটিকে কবুল করুন এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাযাতের ওয়াসীলা বানিয়ে দিন। আমীন।

রব্বের ক্ষমার মুখাপেক্ষী
বান্দাহ্ **আবু যারীফ**
ঢাকা, মে’ ২০১৯ ঈসায়ী।

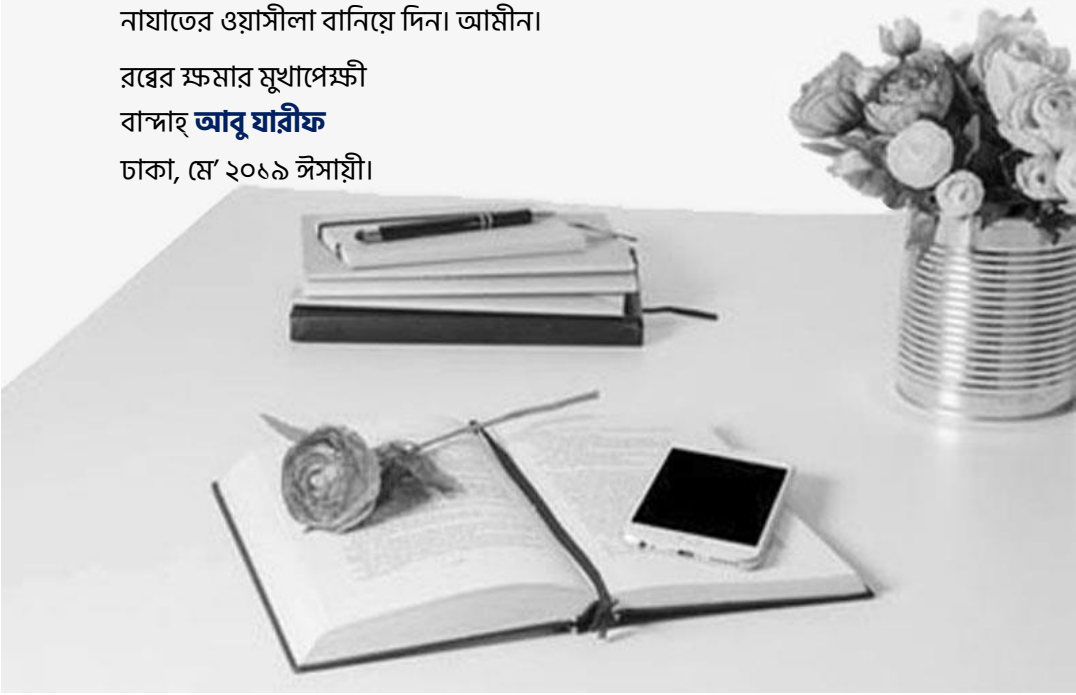

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু!

হে প্রিয় বোন আমার!

আজ তোমার জন্য কিছু কথা লিখবো। এমন এক সময়ে কথাগুলো লিখছি, যখন চারদিকে ফিতনার ছড়াছড়ি। যখন কাফির, মুশরিক ও নাস্তিকদের সাথে নামধারী মুসলিমরাও যোগ দিয়েছে তোমাকে প্রগতির নামে পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণায় গড়ে তুলতে।

প্রিয় বোন আমার! ইসলামে নারীর অবদান অতুলনীয়। ঘরের অন্দরমহলের নারীরাই ইসলামি সমাজ বিনির্মাণের কারীগর। মুহাম্মদ (ﷺ)এর মতো শ্রেষ্ঠ মানুষকে তোমরাই গর্ভে ধারণ করেছ, স্নেহ-মায়া-মমতায় লালন পালন করেছ। ইতিহাস সাক্ষী মুসলিম উম্মাহ'র বড় বড় আলেম, দ্বীনের জানবাজ মুজাহিদ, আল্লাহ্ওয়ালা দাঈ, ফকীহ, মুফাসসীর, মুজাদ্দিদ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক তোমাদের গর্ভেই লালিত পালিত হয়েছে।

হে প্রিয় বোন! কাফের-মুশরিকরা তোমার এই সোনালী ইতিহাসকে নষ্ট করার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। নারী অধিকারের নামে তোমাকে ঘর থেকে রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে। তারা তোমাকে সমাধিকারের নামে ধোঁকা দিচ্ছে। তারা তোমার সংরক্ষিত জান্নাতী রূপ-লাবণ্য উপভোগের জন্য হিজাব ছুড়ে ফেলতে বলছে।

হে প্রিয় বোন আমার! বিশ্বাস কর তোমার সমালোচনা করা কিংবা তোমাকে ছোট করা আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। তোমার ভুলগুলো খুঁজে বের করে তোমাকে লজ্জিত আর অপমানিত করাও আমার লক্ষ্য নয়। কারণ এতে আমার কোন লাভ বা লোকসান জড়িত নেই। ধর্ম চর্চা কর বা না কর, পর্দা মেনে চল বা না চল, এমনকি আমাকে শুভাকাঙ্খী মনে কর বা না কর তবুও তুমি আমার একজন বোন। ওয়াল্লাহি! আমি তোমাকে পরবর্তী যে কথাগুলো বলবো তা আল্লাহ'র সন্তুষ্টির জন্যই বলবো। তাই প্লিজ, আমার পরবর্তী কথাগুলোর ওপর একবার হলেও মন লাগিয়ে চোখ বুলাও। একটুখানি ভেবে দেখ খোলা মনে। অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর।

প্রিয় বোন আমার! তুমি যাদের মাঝে বড় হয়েছ তাদের পরিবেশ তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে তাতে হয়তো ভাবছো, পৃথিবীর মানুষ আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতিতে সারা বিশ্ব এখন আমাদের হাতের মুঠোয়।

সুতরাং এই আধুনিকতা ছেড়ে ১৪০০ বছরের পুরনো ইসলামের বিধান মানতে চাওয়া হচ্ছে ব্যাকডেটেড যুগে ফিরে যাওয়া ! ইসলামের বিধান মেনে গায়রে মাহরাম থেকে নিজের জিনাতকে আড়াল করা মানে নিজেকে বঞ্চিত করা !

প্রিয় বোন আমার! পৃথিবীর সফল মানুষদের ইতিহাস যদি পড়তে, তবে জানতে পারতে ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়েছে। ইসলামই নারীকে কেবলমাত্র পুরুষের ভোগের পণ্য হওয়া থেকে রক্ষা করেছে! একমাত্র ইসলামই কন্যা সন্তান লালন পালনের পুরস্কার হিসেবে জান্নাত ঘোষণা করেছে। ইসলামই পুরুষের চারিত্রিক শুদ্ধতা যাচাইয়ে স্ত্রীর সাক্ষ্যের কথা বলেছে। ইসলামে কোনো সুযোগ রাখা হয়নি গর্ভধারিনী মা'কে ওল্ড হোমে (বৃদ্ধাশ্রমে) রেখে অধিক সুখের আশায় বউ নিয়ে আলাদা থাকার। অথবা জন্মের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো একটি পর্বে মাকে অবমূল্যায়ন করার। 'স্ত্রী-কন্যা-মা' নারী জীবন তো এই তিনের বাইরে নয়। এই তিনের কাউকেই ইসলামের চেয়ে বেশি দিতে পারেনি কোনো ধর্ম বা কোনো জাতি!

প্রিয় বোন আমার! আমরা যখন মুসলিম নারীদের ঘরে থাকার বাস্তবসম্মত প্রয়োজনীয়তার কথা বলি, তখন এক শ্রেণীর লোক এসে বলে, নারী শিক্ষার কী হবে? নারী শিক্ষা কই? নারীর স্বাধীনতা কই? ব্লা.. ব্লা.. ব্লা..। তাদের ভাষ্যমতে, প্রায় হাজার বছরের মত প্রতাপের সাথে দুনিয়াতে প্রাধান্য বিস্তার করে রাখা মুসলিম জাতির নারীরা অশিক্ষিত ছিল! তারা বলতে চাইছেন, যার নাম শুনিয়ে ইউরোপীয় ক্রুসেডার জাতির মায়েরা নিজেদের সন্তানদের ঘুম পাড়াতো, সেই গাজী সালাহুদ্দিনের মা অশিক্ষিতা ছিলেন! তারা বলতে চাইছেন, একই সাথে ভারতবর্ষ, আফ্রিকা আর ইউরোপে অভিযান পরিচালনাকারী বীরের জাতির মায়েরা অশিক্ষিতা ছিলেন! হ্যাঁ, তারা তো তাই বলবেন। কারণ তাদের সংজ্ঞা মতে নারী শিক্ষার যে অর্থ সেটা তো মুসলিমদের খিলাফতী শাসন ব্যবস্থায় ছিলই না! অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে, যখন থেকে মুসলিম জাতির নারীরা তাদের কথিত 'নারী শিক্ষা'য় শিক্ষিত হতে শুরু করেছে, তখন থেকেই যিল্লতি আর লাঞ্ছনা আমাদের পিছু নিয়েছে। সুতরাং ভালো করে শুনে রাখো, প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের খিলাফতকালের মায়েরাই ছিলেন শিক্ষিতা রত্নগর্ভা মা। হাল জামানার তথাকথিত রত্নগর্ভা সম্মাননা পাওয়া মায়েদের মতো দুনিয়ামুখী সেক্যুলার ভাবধারার মডারেট

মুসলিম সন্তানের মা না হয়ে তারা হয়েছিলেন উমর বিন আব্দুল আজিজ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, সালাহুদ্দিন আইয়ুবী, মূসা বিন নূসাইর, তারিক বিন যিয়াদ প্রমুখের মা। তারা সন্তানদেরকে এমন পারিবারিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন যে, এক একজন সন্তান গড়ে উঠেছিল আসাদুল্লাহ, সাইফুল্লাহ্ হিসেবে। যাদের চারিত্রিক মাধুর্য ও দৃঢ়তা মানুষকে কাছে টানতো, যাদের তরবারীর তীক্ষ্ণতা (ন্যায়পরায়ণতা) অত্যাচারিতের আশ্রয়স্থল ছিল। যাদের ইনসাফ ও আমানতদারিতা অন্য দ্বীনের অনুসারী তথা অমুসলিমদের আকৃষ্ট করত ইসলামে দাখিল হতে।

প্রিয় বোন আমার! তুমি পাশ্চাত্যের মেকি স্বাধীনতায় প্রবঞ্চিত হয়ো না। টিভি আর মোবাইলের স্ক্রীনে স্যাটেলাইট চ্যানেলগুলোর হৃদয়কাড়া রূপ দেখে ধোঁকায় পড়ো না। নাটক-সিনেমা, গান-বাজনা আর ইউরোপ-আমেরিকার তথাকথিত সুখের ছবি দেখে নিজেকে হতভাগী, কপালপোড়া, বঞ্চিত, অবহেলিত ভেবো না। যাদেরকে আইডল (Idol) ভেবে নিজেকে গড়ে তুলতে আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ, প্রকৃতপক্ষে তারা কিন্তু ঐ লাইফ স্টাইলে প্রচন্ড রকমের বিরক্ত। নিয়মিত পুরুষ সঙ্গী (Boy Friend) বদল আর নিত্য নতুন পুরুষের সঙ্গ পাওয়াটা যে স্বাধীনতা নয় বরং নিজেকে মার্কেটের ভোগ্যপণ্যে পরিণত করা তা বোঝার মত বিবেক এখন তাদের অনেকের মাঝেই জেগে উঠছে। তথাকথিত আধুনিক সমাজের পরিবারগুলোর ভিতরের খবর একটু নিলেই জানতে পারতে তাদের বাস্তব অবস্থা। দেখতে পেতে এ লাইফ স্টাইল হতে বেড়িয়ে আসার জন্য তারা কি পরিমাণ হাঁসফাঁস করছে। যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখ- প্রায়ই পত্রিকায় সংবাদ আসছে তরুণীরা আজ তথাকথতি স্বাধীনতা ভোগ করতে করতে হাপিয়ে উঠেছে। যারা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করার চিন্তায় বিভোর ছিলো তারাই আজ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসছে সবচেয়ে বেশি হারে! বৃটেনের "সান ডে এক্সপ্রেস" পত্রিকার মহিলা সাংবাদিক ইয়্যান রিডলি আফগানিস্তানের তালেবানদের বোরখা (পর্দা) নিয়ে বাড়াবাড়ির কঠোর সমালোচক ছিলেন। অথচ তিনিই কিন্তু পরবর্তীতে সংবাদ সম্মেলন করে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং পর্দার বিধানকে নিজের শান্তি ও নিরাপত্তার ঠিকানা বানিয়ে নেন।

প্রিয় বোন আমার! ইসলামের সীমানায় থেকে তুমি সবই করতে পার। যদি পড়তে চাও তবে যত ইচ্ছে পড়তে পার। শুধু তোমার মহান দয়ালু সৃষ্টিকর্তা

আল্লাহ্’র বিধান লঙ্ঘন করো না। আল্লাহ্’র দেয়া শরিয়তের গণ্ডি অতিক্রম করো না। মনে রেখো, ইসলাম তোমার অগ্রযাত্রায় বাধা নয়। ইসলাম চায় তুমি যেখানেই থাক তোমার এবং পরিবারের সম্মান রক্ষা হোক। তোমার কোমলতা, সৌন্দর্য্য এবং সতীত্ব সংরক্ষিত থাকুক। ইসলাম তোমাকে ঘরের চার দেয়ালে বন্দি করতে ইচ্ছুক নয়। তবে কোনো চরিত্রহীন লম্পট যেন তোমাকে কলংকিত করতে না পারে, ছলে-বলে কলে-কৌশলে কোনভাবেই যেন তোমাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করতে না পারে এটাই ইসলামের অন্বেষা।

হে প্রিয় বোন আমার!

দাবীদার নয়, বরং প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমাহ্ হয়ে জান্নাতীদের দলভুক্ত হও! মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তোমাকে সমাজে মুসলিম হিসেবে পরিচিত বাবা মায়ের ঘরে জন্ম দিয়ে তোমার প্রতি অতীব ইহসান করেছেন। অর্থাৎ তোমার **ঈমানদার** ও **মুসলিমাহ্** হওয়ার পথে তিনি তোমাকে একধাপ এগিয়ে রেখেছেন। ইচ্ছে করলেই তুমি মুসলিমা হতে পার। এজন্য তোমাকে অন্য ধর্মের লোকদের মতো বাধার মুখে পড়তে হবে না কিংবা সমাজ ও পরিবার ত্যাগ করতে হবে না।

প্রিয় বোন আমার! তুমি হয়তো ভাবছো, মুসলিম ফ্যামিলিতে জন্ম নেয়া একটি মেয়েকে আবার নতুন করে মুসলিমা হতে হবে এটা কেমন কথা? আমি বোধ হয় পাগলের প্রলাপ বকছি! না, আমার মাথা ঠিকই কাজ করছে, আমি মোটেও ভুল বকছি না। বরং সুস্পষ্ট জেনে নাও, তুমি মুসলিম বাবা মায়ের ঔরষে জন্ম নিয়েছ এর অর্থ এই নয় যে, তুমি অটো ঈমানদার মুসলিমা হয়ে গিয়েছ, তোমাকে আর ঈমান এনে ইসলাম গ্রহণ করে ঈমানদার মুসলিমাহ হতে হবে না!

প্রিয় বোন আমার! আরবি 'মুসলিম' শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্'র কাছে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণকারী। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্'র রাজী-খুশীকে নিজের সকল বিষয়ের উপরে প্রাধান্য দিয়েছে সেই হচ্ছে মুসলিম। এখন যদি কেউ আল্লাহ্'র কাছে আত্মসমর্পণ করার দাবী করে গায়রুল্লাহ্'র কাছেও আংশিক আত্মসমর্পণ করে তবে কি তাকে মুসলিম বলা যাবে? না, কক্ষনো নয়! কারণ অংশীদারবাদীরা আল্লাহ্'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসলিম নয় মুশরিক।

প্রিয় বোন আমার! আমাদের বোঝা উচিত মানুষ একটি প্রাণীর নাম হলেও 'মুসলিম' কোন প্রাণীর নাম নয়! তাই একটি মানব শিশুর জন্মসূত্রে পাওয়া 'মানুষ' পরিচয়টা আমৃত্যু বহাল থাকলেও জন্মসূত্রে একটি মানব শিশুর পাওয়া 'মুসলিম' পরিচয় তার আমৃত্যু 'মুসলিম' হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণ ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক মানব শিশু 'মুসলিম' হিসেবে জন্মগ্রহণ করলেও তার প্রকৃত পরিচয় কিন্তু সেটাই, যে পরিচয়টা সে বড় হয়ে নিজের বুঝের ভিত্তিতে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কোন একজন মানব সন্তান যদি বড় হয়ে পরিপূর্ণ দ্বীন হিসেবে ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে **মুসলিম**,

যদি আংশিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে তবে সে **মুশরিক** আর যদি দ্বী হিসেবে ইসলামের বিধান ত্যাগ করে তবে সে **কাফির**। সুতরাং জন্মসূত্রে পাওয়া 'মুসলিম' পরিচয়টিকে কেউ যদি তার আমৃত্যু অটো 'মুসলিম' থাকার দলিল হিসেবে দাবী করে বসে তবে তা হবে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসূত কাজ। যেমন ডাক্তার, ব্যারিস্টার বাবা মায়ের সন্তান মানেই কিন্তু সে নিশ্চিতভাবে ডাক্তার, ব্যারিস্টার নয়। কারণ এসবই হচ্ছে ব্যক্তির কর্মফলের উপাধি। অতএব, প্র্যাকটিক্যালি একজন মুসলিমের সন্তান যতক্ষণ পর্যন্ত না ঈমান আনার ঘোষণা দিচ্ছে এবং ইসলামকে তার একমাত্র দ্বীন-জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে ঈমানদার মুসলিম বলতে পারছি না।

প্রিয় বোন আমার! কি করে বোঝাই, **ঈমান জন্মসূত্রে, বংশীয়সূত্রে, বিয়েরসূত্রে, আত্মীয়তার সূত্রে কিংবা উত্তরাধিকার সূত্রে অটোমেটিক্যালি ব্যক্তির মাঝে চলে আসে না**, বরং ঈমান হচ্ছে এমন এক বিষয় যা নিজ দায়ীত্বে সঠিক ও মজবুত বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করতে হয়! তাই ঈমান গ্রহণ ছাড়া ঐধরনের কোন সূত্রের মাধ্যমে নিজেকে ঈমানদার সাব্যস্ত করা কিংবা ঈমানদার মনে করে নিয়ে নিশ্চিন্তে আমল করে যাওয়া এবং বিনিময়ে জান্নাত লাভের স্বপ্ন দেখা শয়ত্বানের নূরানী ধোঁকা ছাড়া কিছুই নয়!

প্রিয় বোন আমার! মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক যদি ঈমানদার হওয়ার কোন ন্যূনতম শর্ত বা ভিত্তি হতো তবে সম্পর্কের দোহাই দিয়ে বহু মানুষ মাগফুর (ক্ষমাপ্রাপ্ত) হয়ে যেত। কিন্তু এমনটা কষ্মিনকালেও ঘটার সম্ভাবনা নেই। কারণ ঈমানের পরীক্ষায় সম্পর্ক বিষয়টি যে নিতান্তই মূল্যহীন তা আমরা সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাই সম্মানীত নাবী ও রাসূলগণের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার করা আচরণ হতে। যেমন পিতা-পুত্রের সম্পর্ক থাকার পরও নূহ্ আলাইহিস সালামের এক ছেলেকে আল্লাহ্ তা'আলা মহাপ্লাবনের ভয়ংকর আযাব থেকে রেহাই দেননি, স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক থাকার পরও লুত আলাইহিস সালামের স্ত্রীকে তিনি পাথর বৃষ্টির আযাব থেকে রেহাই দেননি, পিতা-পুত্রের সম্পর্ক থাকার পরও ইবরাহিম আলাইহিস সালামকে তাঁর বাবার মৃত্যুর পর মাগফিরাতের দু'আ করার অনুমতি দেননি। চাচা-ভাতিজার সম্পর্ক থাকার পরও রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)কে পিতৃব্য চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর মাগফিরাতের দু'আ করার অনুমতি দেননি। সুতরাং

গভীরভাবে অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর, আল্লাহ্'র একান্ত প্রিয় বান্দা নাবী ও রাসূলগণের স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয় হওয়ার পরও যদি তাদের সাথে এমন আচরণ করা হয় তবে আমাদের পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ কোথায়!

ঈমান সম্পর্কিত ঐসকল কুরআনী ঘটনা থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় এই যে, প্রত্যেক মানুষকে নিজের গ্রহণ করা ঈমান নিয়ে জান্নাতে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আখিরাতে চূড়ান্ত বিচারের দিন সম্পর্কসূত্রে ঈমানদার দাবীদারগণ কোন ছাড় পাবে না! সুতরাং যারা মুসলিম হিসেবে পরিচিত বাবা-মায়ের ঘরে জন্ম নেয়ার সূত্রে নিজেদেরকে মুসলিম দাবী করে সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাতের আমল করছেন অথচ প্রতিষ্ঠিত ত্বাগুত (আল্লাহ্'র সাথে বিদ্রোহকারী)কে ত্যাগ করেননি তারা মূলতঃ শির্কের মাঝেই অবস্থান করছেন। সকল প্রকার ত্বাগুতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নির্ভেজাল তাওহীদ গ্রহণ না করলে কেউ ঈমানদার হিসেবে গণ্যই হবেন না।

প্রিয় বোন আমার! তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তুমি প্রথম প্রেমে পড়েছ কবে? উত্তর পজিটিভ হলে তুমি কিন্তু দিন-মাস-বছর সবই বলে দিতে পারো। অথচ 'ঈমান এনেছো কবে?' এমন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে বলো- 'মনে নেই'। মানে এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে- তুমি ওহীর জ্ঞান ও সঠিক বুঝের ভিত্তিতে ঈমান গ্রহণ করোনি, এবং এজন্য কোন ঘোষণাও দাওনি কিংবা 'জন্মসূত্রে ঈমানদার' এমন দাবী নিয়ে বসে আছ বিধায় ঈমান আনার প্রয়োজনই অনুভব করনি! তুমি নিশ্চিত থাক যে, ঈমানদার মুসলিমা দাবী করতে হলে তোমাকে প্র্যাকটিক্যালি ঈমান আনতেই হবে, ইসলাম গ্রহণ করতেই হবে। এবং তা অবশ্যই ওহীর জ্ঞান ও সঠিক বুঝের ভিত্তিতে বুঝে শুনে প্রকাশ্য ঘোষণা ও অঙ্গীকারের মাধ্যমে হতে হবে!

মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ জান্নাতে যাওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে যে সকল ওহী নাযিল করেছেন, তা হতে কয়েকটি ওহী উল্লেখ করছি। আশা করছি মহান আল্লাহ্ আমাদের অন্তরসমূহে হিদায়াত ঢেলে দিবেন এবং ওহীর আলোকে আমাদের মাঝে ঈমান গ্রহণ করার চেতনা তৈরী হবে। মহান আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীন ফরমান-

"আর **যারা ঈমান এনেছে এবং আ'মালে সালেহ (নেক আমল) করেছে তারাই জান্নাতবাসী,** তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (সূরা আল-বাকারা ২:২৫)

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং আ'মালে সালেহ করেছে তাদেরকে শুভ সংবাদ

দিন যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। যখনই তাদেরকে ফলমুল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে, 'আমাদেরকে পূর্বে জীবিকা হিসেবে যা দেয়া হতো এতো তাই'। আর তাদেরকে তা দেয়া হবে সাদৃশ্যপূর্ণ করেই এবং সেখানে তাদের জন্য রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনী। আর তারা সেখানে স্থায়ী হবে।" (সূরা আল-বাকারা ২:২৫)

"যারা ঈমান আনে ও আ'মালে সালেহ করে, আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি। যে নেক আমল করে, আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। তাদেরই জন্য আছে স্থায়ী জান্নাত; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তাদেরকে স্বর্ণ-কঙ্কণে অলঙ্কৃত করা হবে, তারা পরিধান করবে সূক্ষ্ম ও স্থুল রেশমের সবুজ বস্ত্র ও সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে; কত সুন্দর সে পুরস্কার ও কত উত্তম সে আশ্রয়স্থল।" (সূরা আল কাহফ ১৮:৩০-৩১)

আরও দেখতে পারো: (সূরা আন নিসা ৩:৫৭) (সূরা আন নিসা ৩:১২২) (সূরা আল-মায়িদা ৫:৯) (সূর ইউনুস ১০:৯) (সূরা হুদ ১১:২৩) (সূরা কাহফ ১৮:১০৭,১০৮) (সূরা ত্বাহা ২০:৭৫,৭৬) (সূরা লুকমান ৩১:৮) (সূরা সিজদাহ ৩২:১৯) (সূরা সাবা ৩৪:৩৭)

অর্থাৎ যারা জান্নাতে যেতে চায় তাদের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্'র দেয়া শর্ত খুবই স্পষ্ট- নিজে ঈমান আন এবং ঈমানের দাবী পূরণে আ'মালে সালেহ্ (নেক আমল) করতে থাক।

প্রিয় বোন আমার! জান্নাতে যাওয়ার পূর্বশর্ত যেহেতু ঈমান আনা, সেহেতু ঈমান কিভাবে আনতে হয় তা জানানোটা জরুরী মনে করছি। কারণ ঈমান আনতে হবে রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)এর সাহাবাগণ যেভাবে ঈমান এনেছিলেন সেভাবে (সূরা বাকারাহ ২:১৩৭)। অন্যথায় সে আনীত ঈমান আল্লাহ্'র দরবারে কবুল হবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ ফরমান-

"আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান এনেছি', অথচ তারা মু'মিন নয়।" (সূরা আল বাকারা ২:৮)

"আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা ঈমান আন যেমন লোকেরা ঈমান এনেছে', তারা বলে, 'নির্বোধ লোকেরা যেরূপ ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরূপ ঈমান আনবো'? সাবধান! নিশ্চয় এরাই নির্বোধ; কিন্তু তারা তা জানে না।" (সূরা আল বাকারা ২:১৩)

"মানুষ কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে ছেড়ে দেয়া হবে? আর অবশ্যই আমরা এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; অতঃপর আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী।" (সূরা আনকাবুত ২৯:২,৩)

সাহাবায়ে কেরাম ঈমান আনার পূর্বে নিজেদের অন্তরকে ঈমান ধারণের জন্য পূতপবিত্র করে নিতেন। প্রথমে যাবতীয় শির্ক ও কুফর হতে ইস্তেগফার করতেন। অতঃপর আল্লাহ্'র সীমালঙ্ঘণকারী সকল ধরনের ত্বাগুতকে অস্বীকার ও অমান্য করে ঈমানের ঘোষণা দিতেন (সূরা বাকারাহ ২:২৫৬)।

আল্লাহ্'র প্রতি ঈমানের মূল বিষয় হচ্ছে- আল্লাহ্'র রুবুবিয়্যাতে তাওহীদ (সূরা আলে ইমরান ৩:১৯৩)। অর্থাৎ মানুষের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্'ই হলেন একমাত্র সত্য রব্ব। এই রুবুবিয়্যাতে তাওহীদের ভিত্তিতে তোমাকে আল্লাহ্'র প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিতে হবে- "**রব্বিআল্লাহ্** অর্থাৎ আল্লাহ্'ই আমার একমাত্র রব্ব-সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক, সার্বভৌম আইনদাতা-বিধানদাতা ও নিরংকুশ শাসনকর্তা; অন্য কেউ নয়"।

আল্লাহ্'র রুবুবিয়্যাতে তাওহীদের ফলশ্রুতিতে তোমাকে আল্লাহ্'র উলুহিয়্যাতে তাওহীদ গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ্'র উলুহিয়্যাতে তাওহীদ গ্রহণের অঙ্গীকার হচ্ছে- "**আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ্** অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, নেই কোন ইলাহ্ (মা'বুদ)-দাসত্ব, আইনের আনুগত্য ও উপাসনা পাওয়ার অধিকারী সত্তা একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত"। এটা মূলতঃ ঈমানের ভিত্তিতে ইসলাম পালনের অঙ্গীকার।

অতঃপর আল্লাহ্'র উলুহিয়্যাতে তাওহীদ বাস্তবায়নে তোমাকে অঙ্গীকার করতে হবে- "**আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্** অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহ্'র রাসূল-শর্তহীন আনুগত্য-অনুসরণ ও অনুকরণ পাওয়ার অধিকারী একমাত্র নেতা; অন্য কেউ নয়"। এটা মূলতঃ ইসলাম বাস্তবায়নের অঙ্গীকার।

অল্পকথায় বলতে গেলে, সঠিক জ্ঞানের ভিত্তিতে অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসসহ ত্বাগুতকে অস্বীকার ও অমান্য করে **রব্বিআল্লাহ্** ঘোষণা দেয়ার পর মানুষের রচিত সকল ব্যবস্থার আনুগত্য ত্যাগ করে **আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্** সাক্ষ্য প্রদান করলেই তোমার

অবস্থান মহান আল্লাহ রব্বুল ‘আলামীন এর নিকট ঈমানদার মুসলিমা হিসেবে স্বীকৃত হবে।

প্রিয় বোন আমার! তুমি যদি দুনিয়ার এক শতাংশ জমিন ক্ষণস্থায়ীভাবে ভোগ-দখল করতে চাও তবে এর জন্য তোমার বৈধ মালিকানার দলিল যোগাড় করে রাখতেই হবে। সহীহ মুসলীমের কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ের ভাষ্য অনুযায়ী সর্ব নিম্নস্তরের জান্নাতের জমিন হবে দশটা পৃথিবীর সমান। এমন এক বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হবে সর্বশেষ জান্নাতে যাওয়া ব্যক্তি এবং তার হাতে দলিল হিসেবে থাকবে শুধুমাত্র তার নিজের গ্রহণ করা শির্কমুক্ত ঈমান। এখন তুমিই বল, দুনিয়ায় অন্য ব্যক্তির দলিল দেখিয়ে যেখানে তুমি এক শতাংশ জমিন ক্ষণস্থায়ীভাবে ভোগ-দখল করতে পারলে না, সেখানে আখিরাতে অন্যের ঈমানের দোহাই দিয়ে কিভাবে তুমি জান্নাতের বিশাল সাম্রাজ্যের জমিন চিরস্থায়ীভাবে ভোগের আশা কর!

অতএব, তোমার কল্যাণকামী ভাই হিসেবে বলতেই হচ্ছে- জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামতসমূহ ভোগ করতে চাইলে এর বিশাল সাম্রাজ্যের মালিকানার দলিল তোমার জন্মসূত্রে, বংশীয়সূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে কিংবা আত্মীয়তার সূত্রে দাবী করা ঈমান দিয়ে নয় বরং নিজের গ্রহণ করা শির্কমুক্ত ঈমান দিয়েই অর্জন করে নিতে হবে।

এখন নিশ্চয়ই তোমার বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণে ঈমান না এনে এবং ইসলাম গ্রহণ না করে সম্পর্কসূত্রে অটোমেটিক্যালি ঈমানদার মুসলিমা হওয়ার ভিত্তিহীন দাবী অভিশপ্ত শয়তানের নূরানী ধোঁকা মাত্র!

মহান রব্ব আল্লাহ্ তোমাকে সহ সকল বোনদেরকে সম্পর্কসূত্রে ঈমানদার মুসলিমা হওয়ার ভিত্তিহীন দাবী ত্যাগ করে সঠিক ও পরিপূর্ণ বুঝের ভিত্তিতে মজবুত বিশ্বাসের সাথে সুস্পষ্ট ঘোষণার মাধ্যমে ঈমান এনে ও ইসলাম গ্রহণ করে প্রকৃত ঈমানদার মুসলিমা হিসেবে ‘আমালে সালেহ্’কারী হয়ে জান্নাতে উচ্চ মাকাম লাভের তাওফীক্ব দান করুন। আমিন।

হে প্রিয় বোন আমার!

দূষিত রক্তের বখাটেদের ইভটিজিং থেকে বাঁচতে চাও? এসো ইসলামের হিজাবের (পর্দার) আশ্রয়ে। অমানুষদের এসিড সন্ত্রাস থেকে বাঁচতে চাইলেও এসো হিজাবের নিরাপত্তায়। তুমি প্রকৃত মুসলিম নারী হিসেবে হিজাবে সুশোভিত সংরক্ষিত হয়ে যাও, দেখবে যৌতুক লোভী হায়েনার পরিবারে তোমাকে তুলে দিতে হবে না, বরং নগদ সম্মানজনক মোহরানা দিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে। এটা আমার ব্যক্তিগত দাবী নয়; এটাই ইসলামের বাস্তবতা।

বোন আমার! আধুনিকতা আর ফ্যাশনের নামে তুমি নিজেকে অসম্মান ও অনিরাপদ করো না। আল্লাহ্'র হিদায়াত বঞ্চিতদের প্রপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়ো না। অর্থ, বিত্ত আর বিলাসিতায় সময় অপচয়কারীরা আজ কোথায়? বল, সপ্তম আশ্চর্যের তাজ মহল কিংবা পিরামিড যারা গড়েছিল তাদের কোন উত্তরাধিকার আজ কি পৃথিবীতে বেঁচে আছে? যারা ইসলামের সুশৃংখল জীবন ত্যাগ করে ভোগের জীবন বেছে নিয়েছিল দয়াময় আল্লাহ্ তাদের জন্য কত সুন্দরই না বলেছেন- "তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি, তাহলে তারা দেখত, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল? তারা পৃথিবীতে ছিল তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী। আর শক্তিতে ও কীর্তিতে তাদের চেয়েও অধিক প্রবল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তা তাদের কাজে আসে নি।" (সূরা মু'মিন ৪০:৮২)

প্রিয় বোন আমার! তুমি কি জান পর্দাহীনতা ও অশ্লীলতার কুফল কি? শরয়ী পর্দার প্রতি যত অবহেলা করা হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা ততই বাড়ছে। নারী জাতি আজ কাগজে-কলমে আগের চেয়ে অনেক বেশি শিক্ষিত, বেশি সচেতন; কিন্তু বল, নারীদের প্রতি সামাজিক অনাচার বেড়েছে না কমেছে? নিত্য-নতুন পন্থায় নারীদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে।

প্রিয় বোন আমার! আভ্যন্তরীন পর্দার পাশাপাশি বাহ্যিক বা পোশাকী পর্দাহীনতাই প্রথমত গায়রে মাহরামের সাথে অবাধ মেলামেশা আর অশ্লীলতাকে উস্কে দেয়। অতঃপর এই অবাধ মেলামেশা অবৈধ যৌন সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। আর এসব অবৈধ যৌন সম্পর্কের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীটি তার তথাকথিত প্রেমিক পুরুষ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়!

প্রিয় বোন আমার! রূপ আর যৌবনের উল্লাসে নিজেকে ভেসে যেতে দিও না।

এই তারুণ্য, দেহের শক্তি ও রূপ-সৌন্দর্যের উপর ভরসা করে সিদ্ধান্ত নিও না। কারণ এসবের কোনো স্থায়ীত্ব নেই। আল্লাহ্ চাইলে যে কোনো সময় তা কেড়ে নিয়ে অসুন্দর বৃদ্ধা বানিয়ে দিতে পারেন। দেখ কত সুন্দরী রোগ-শোকে ভুগে বা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে চিরবিদায় নিচ্ছে। কতজন না মরেও অভিশপ্ত জীবন যাপন করছে। তুমি যে এমন অসহায়ত্বের শিকারে পরিণত হবে না তার কি কোনো গ্যারান্টি আছে? পৃথিবীতে কত মানুষই তো ইতিহাস হয়ে আছে; কিন্তু তারা কি কেউ মৃত্যুর দংশন থেকে বাঁচতে পেরেছে?

প্রিয় বোন আমার! আল্লাহ্'র দেয়া হৃদয়কাড়া মুখশ্রী দেখিয়ে অহংকারের সাথে পথ চলো না। কেননা মহান আল্লাহ্ বলেছেন-

"আর দুনিয়ার বুকে দম্ভভরে (অহংকার করে) চলো না; তুমি তো কখনোই যমীনে ফাটল ধরাতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনো পাহাড় সমান পৌঁছতেও পারবে না।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৩৭)

প্রিয় বোন আমার! চলতে ফিরতে যতটা সম্ভব মাটির দিকে ঝুকে থাক। মহান রব্ব আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির জন্য তুমি মুখমন্ডল এবং চোখের ব্যাপারে সতর্ক হও! কারণ সুন্দর মুখশ্রী দেখে যুবকের অন্তরে কামনার জন্ম হয়!! তাই সুন্দর মুখটি নেকাবে ঢেকে গায়রে মাহরামের কুদৃষ্টি হতে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা কর! বাইরে বের হওয়ার সময় বুকের ওপর মোটা কাপড়ের ওড়না ফেলে দাও। কারণ পুরুষের আকর্ষণের মূলে নারীর সুন্দর মুখশ্রীর পরই বুক। এজন্য আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'য়ালা বুকের উপরে চাদর (ভারি ওড়না) ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন।

রাস্তায় বের হলে হাঁটার সময় হেলেদুলে চলবে না! এটা খুবই কঠিন রোগ! এটা পুরুষের দৃষ্টিকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দেয়। সুগন্ধি ব্যবহার করে বাড়ীর বাইরে বের হবে না! আমাদের নবীজী (ﷺ) বলেছেন, এটা ব্যভিচারীনিদের স্বভাব। মিষ্টি ভাষায় আকর্ষণীয় স্বরে ১৪জন মাহরাম পুরুষ ব্যতিত কারো সাথে কথা বলো না। একান্ত প্রয়োজন হলে গায়রে মাহরামদের সাথে অনাকর্ষণীয় সাধারণ ভাষা ব্যবহার কর, যাতে তোমার প্রতি তারা আকৃষ্ট না হয়!

প্রিয় বোন আমার! তোমার অন্তর আর বাহিরের সমস্ত সৌন্দর্য্যই অমূল্য। কেবলমাত্র তোমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা পুরুষটিই তোমার সকল সৌন্দর্য্য উপভোগের অধিকার রাখেন। সুতরাং, তোমার সৌন্দর্য্যকে ঐ পুরুষটির পবিত্র আমানত মনে করে গায়রে মাহরাম পুরুষদের উপভোগের বস্তু হিসেবে প্রদর্শন

করা থেকে বিরত থাকো!

প্রিয় বোন আমার! আর কেউ না জানুক, তুমি জেনে রেখো- তুমি সুন্দরী। কারণ সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তোমাকে তাঁর পছন্দ অনুযায়ী সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। হয়তো শত শত ছেলে আল্লাহ্'র দেয়া তোমার এই সুন্দর মুখশ্রী দেখেই পাগল পারা হয়ে যাবে! হয়তো কামনার দৃষ্টি মেলে ধরবে ঐ মুখশ্রীর ওপর। ঐ শত শত গায়রে মাহরাম ছেলের চোঁখের ক্ষুধা মিটানো ভোগের পাত্রী হয়ে লাভ কি বল! তুমি নিজের জিনাতকে সস্তায় মেলে ধরো না! তুমিতো অবৈধ কারো ভোগের পাত্রী নও, তুমিতো কারো মেয়ে, কারো স্ত্রী বা বোন, তোমারও তো ইজ্জত-সম্মান আছে, নিজের অবস্থানটা একটু বোঝার চেষ্টা কর...।

প্রিয় বোন আমার! তুমি যখন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে, তখন তোমাকে গোসল করিয়ে হিজাব আর জিলবাব দ্বারা আপাদমস্তক জড়িয়ে কবরে শুইয়ে দেয়া হবে। এ সময় তোমার আত্মীয়-স্বজন, শুভাকাঙ্খী ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে যারা অতিআধুনিক মডার্ন মুসলিম দাবীদার ছিল, সেক্যুলার ছিল, তারাও তোমার মৃত দেহকে হিজাব আর জিলবাব ছাড়া কবরস্ত করতে দিবে না। তোমার স্টাইলিশ জিন্স, লেগিন্স, প্লাজো, বাহারী কারুকার্জময় কুর্তি, চাকচিক্যময় স্কার্ফ, বডি ফিটিং আবায়া, বৈশাখী বাতাসে উড়নো শাড়ির আঁচল, দুষ্টু মিষ্টি হাওয়ায় উড়ন্ত কালারড সিল্কি চুল, প্লাক করা ভ্রু, লিপস্টিকে রাঙানো রঙিন ওষ্ঠদ্বয়, কোন কিছুই আর প্রেমাস্পদদের কাছে মূল্য পাবে না। আধুনিকতার নামে আজ তুমি যেভাবে হিজাব (পর্দা) ছাড়া চলাফেরা করছো, সেভাবে আগামীকাল কেউ তোমাকে শেষ বিদায় দিবে না। তাইতো কল্যাণকামী ভাই হিসেবে তোমাকে আন্তরিক অনুরোধ করছি-

"মহান রব্ব আল্লাহ্'র আদেশ ও নিষেধের অনুগত হয়ে যাও আর মৃত্যু পরবর্তী কাফন পরানোর শেষ দিনটিকেই তোমার হিজাবের প্রথম দিন হতে দিও না! নিজেকে কখনই অমুসলিম কাফির মুশরিকদের মতো মেলে ধরো না... শয়ত্বানের ইশারায় নেচে নেচে গায়রে মাহরাম পুরুষের ভোগের পাত্রী হয়ো না... নিজেকে নিয়ে একটু চিন্তা কর...।

হে প্রিয় বোন আমার!

দুনিয়ার হায়াত থেকে অনেক বসন্ত, অনেক ফাগুনের আগুন ঝরানো দিন পার করে যৌবনকে বিদায় দেয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। পেরিয়ে আসা হায়াতের দিনগুলোতে অনেক শহর ভ্রমণ করেছি, বহু মানুষের সাহচর্য লাভ করেছি এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অনেক বাস্তব ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

পেরিয়ে আসা দিনগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকেই তোমাকে আরো কয়েকটি কথা বলছি শোন! কারণ তোমার এখনকার বয়সটা আমিও পার করে এসেছি।

প্রিয় বোন আমার! জেনে রাখো, তোমার হিফাজত (সুরক্ষা) তোমার হাতেই। এ কথা সঠিক যে, পাপের পথে অগ্রসর হওয়াতে পুরুষকেই প্রথম দায়ী করা যায়। নারীরা কখনই প্রথমে এ পথে অগ্রসর হয় না। তবে তাদের সম্মতি ব্যতীত কখনই পুরুষরা অগ্রসর হতে পারে না, নারীরা নরম না হলে পুরুষেরা শক্ত হয় না। নারীরা দরজা খুলে দেয় আর পুরুষেরা তাতে প্রবেশ করে।

প্রিয় বোন আমার! ঘরে মূল্যবান জিনিস রেখে তুমি যদি চোরের জন্য স্বেচ্ছায় ঘরের দরজা খুলে রাখ, আর চোর চুরি করে পালিয়ে যায়, তখন জিনিস উদ্ধারের জন্য তোমার চিৎকার চেচামেচি করা কি ঠিক হবে? তোমার কান্নাকাটিতে কি আদৌ কোন লাভ হবে? তোমার কথা শুনে কেউ কি সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবে?

প্রিয় বোন আমার! তুমি যদি জানতে পার যে, পুরুষরা হচ্ছে শেয়াল, আর তুমি হচ্ছো মুরগী, তাহলে কিন্তু তুমি শেয়ালের আক্রমণ থেকে বাঁচতে মুরগীর ন্যায় দৌড়ে পালাবে। তুমি যদি প্রকৃতই শেয়ালরূপী পুরুষকে জানতে পারতে, তাহলে তোমার সকল মূল্যবান সম্পদ পুরুষদের থেকে হিফাজত করার জন্যে গোপনে লুকিয়ে রাখতে। মনে রেখো! পুরুষ তোমার কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নিতে চায় তা যদি তোমার কাছ থেকে একবার চলে যায়, তাহলে জেনে রাখবে তা হারিয়ে তোমার বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল। সে তোমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটি নষ্ট করতে চায়, যা তোমার সম্মানের সাথে জড়িত। সেটি হচ্ছে তোমার সতীত্ব ও পবিত্রতা, যাতে রয়েছে তোমার সম্মান, গর্ব ভরে যা তুমি স্বামী পুরুষটির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে সংরক্ষণ করে রাখতে চাও এবং যা নিয়ে তুমি বেঁচে থাকতে চাও। আল্লাহ'র কসম! প্রেমিক রূপী গায়রে মাহরাম পুরুষ তোমার এ সম্পদটিই লুটে নিতে চায়। তাই কোন

পুরুষ প্রলোভন দিয়ে অন্য কোন কথা বললে তুমি তা বিশ্বাস করো না।

প্রিয় বোন আমার! একজন গায়রে মাহরাম পুরুষ যখন কোন যৌবনদীপ্ত নারীর দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকায়, তখন সে মহিলাটিকে নগ্ন অবস্থায় কল্পনা করে। একজন পুরুষ হিসেবে আল্লাহ্'র কসম করে বলছি! এ ছাড়া সে অন্য কিছুই চিন্তা করে না। তোমাকে যদি গায়রে মাহরাম কেউ বলে, সে তোমার উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ, তোমার আচার-ব্যবহারে আকৃষ্ট এবং সে কেবল তোমার সাথে একজন সাধারণ বন্ধুর (Just Friend) মতই আচরণ করবে এবং সে হিসেবেই তোমার সাথে কথা বলতে চায় তাহলে তুমি তা মোটেও বিশ্বাস করো না। ওয়াল্লাহি! সে অবশ্যই মিথ্যুক। কারণ গায়রে মাহরাম নারী ও পুরুষের বন্ধুত্বের সম্পর্ক কখনো কামমুক্ত হতে পারে না, এটা মানুষের ফিতরাত (সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য) বিরোধী শয়তানের নূরাণী ধোঁকা।

প্রিয় বোন আমার! যুবকেরা আড়ালে তোমাদেরকে নিয়ে যে সমস্ত কথা বলে তা যদি তোমরা শুনতে, তাহলে এক ভীষণ অপ্রীতিকর বিষয় জানতে পারতে। একাকী লোকচক্ষুর আড়ালে কোন যুবক তোমার সাথে যে কথাই বলুক, যতই হাসুক, যত নরম কণ্ঠেই বলুক ও যত কোমল শব্দই ব্যবহার করুক, সেটি তার প্রকৃত চেহারা নয়; বরং সেটি তার অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ভূমিকা ও ফাঁদ ব্যতীত অন্য কিছু নয়! সুকৌশলে সে যতই তোমার সামনে নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখুক, আল্লাহ্'র কসম! ভিতরে ভিতরে তোমাকে উপভোগ ছাড়া তার অন্য কোন উদ্দেশ্যই নেই। কোন যুবক যদি তোমাকে তার ষড়যন্ত্রের জালে একবার আটকাতে পারে তাহলে কি হবে? কি হবে তোমার অবস্থা? তোমার কি তা জানা আছে? একটু চিন্তা কর।

প্রিয় বোন আমার! কোন নারী যদি কোন দুষ্ট পুরুষের কবলে পড়ে যায়, তখন সেও হয়তো পুরুষটির সাথে মিলে ক্ষণিকের জন্য কল্পিত স্বাদ উপভোগ করবে। তারপর কি হবে? তারপর কি হবে?! তুমি কি তা জান? উপভোগের পরক্ষণেই পুরুষটি তাকে ভুলে যাবে। নারীটি হয়তো তাকে দ্বিতীয়বার পাওয়ার আশা পোষণ করবে। হয়তো কয়েকবারের জন্য তাকে পেলে পেতেও পারে; তবে তার সাথে চিরদিন বসবাস করার জন্য এবং নিজ যৌবন পার করার জন্য স্বামী হিসাবে কখনোই তাকে পাবে না। সেই মৌ-লোভী পুরুষটি কিন্তু অচিরেই তাকে ভুলে যাবে। আর এটিই সত্য। কিন্তু নারীটি সারাজীবন সেই স্বল্প সময়ের উপভোগের জ্বালা ভোগ করতে থাকবে, যা কখনোই শেষ হবে না। এও হতে

পারে যে, সে তার গর্ভে এমন কলঙ্ক রেখে যাবে, যা থেকে কখনই সে পরিত্রাণ পাবে না। পুরুষটি তাকে ছেড়ে দিয়ে হয়তো আরেকটি শিকার খুঁজতে থাকবে আর নতুন নতুন নারীদের সতীত্ব ও সম্ভ্রম হরণ করার ঘৃণ্য কুকর্মে লিপ্ত হবে।

প্রিয় বোন আমার! এভাবে একটি যুবক অগণিত নারীর সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিন খেললেও আমাদের যালিম ও জাহেল সমাজ হয়তো তাকে একদিন ক্ষমা করে দিবে। সমাজ বলবে, একটি ভ্রষ্ট পথহারা যুবক সুপথে ফিরে এসেছে। এই অজুহাতে সে হয়ত সমাজের কাছে গৃহীত হবে এবং সকলেই তাকে সাদরে গ্রহণ করে নিবে। অথচ নারীটি অপমানিত, লাঞ্ছিত হয়ে চিরদিন পড়ে থাকবে। আজীবন তার জীবনে কালিমা এমন লেগে থাকবে, যা কোনদিন মুছে যাবে না। আর আমাদের যালিম সমাজও কখনো তাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করবে না।

প্রিয় বোন আমার! পথ চলার সময় কোন পুরুষ যদি তোমার দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, তবে তুমি তার দিক থেকে তোমার চেহারা অন্য দিকে ঘুরিয়ে ফেল। এরপরও যদি তার কাছ থেকে সন্দেহজনক কোন আচরণ অনুভব কর কিংবা সে তোমার গায়ে হাত দিতে চায় অথবা কথার মাধ্যমে তোমাকে বিরক্ত করতে উদ্যত হয় তাহলে তোমার পা থেকে জুতা খুলে তার গালে ও মাথায় আঘাত কর। তুমি যদি এ কাজটি করতে পার তাহলে দেখবে রাস্তার সকলেই তোমার পক্ষ নিবে, তোমাকেই সাহায্য করবে। সে আর কখনও তোমার মত অন্য কোন নারীর উপর অসৎ দৃষ্টি দিতে সাহস করবে না। সে যদি সত্যিই তোমাকে পছন্দ করে থাকে, তাহলে তোমার এই আচরণে তার হুঁশ ফিরবে, তাওবা করবে এবং তোমার সাথে হালাল সম্পর্ক গড়ার জন্যে বৈধ পন্থা অবলম্বনের দিকে অগ্রসর হবে।

হে প্রিয় বোন আমার!

শোন! নারীরা যত উচ্চ মর্যাদাই অর্জন করুক, শিক্ষা ও জ্ঞানে যতই অগ্রগতি লাভ করুক, ধন-সম্পদ ও সুখ্যাতি যতই আয়ত্ত করুক, এতে তাদের প্রকৃত আকাঙ্খা কখনোই পূর্ণ হয় না। তাদের মান-মর্যাদা, সুনাম-সুখ্যাতি, ধন-সম্পদ তাদের মনকে শান্ত করে না। কেবল বিয়ে ও স্বামীর সান্নিধ্যই এনে দিতে পারে তাদের অন্তরে অনাবিল শান্তি, এর মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে তাদের প্রকৃত মনোবাসনা। নারীরা তখনই প্রকৃত শান্তি খুঁজে পায়, যখন সে একজন সৎ ও আদর্শ স্ত্রী হতে পারে, সম্মানিত একজন মা হতে পারে এবং একটি বাড়ি ও পরিবারের পরিচালক হতে পারে। এক্ষেত্রে একজন সাধারণ নারী থেকে শুরু করে রাণী, রাজকন্যা, অভিনেত্রী, বিশ্ব সুন্দরীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সকলের ক্ষেত্রেই একই কথা। এজন্য বিয়ে হচ্ছে প্রতিটি নারীর অন্তরের সর্বোচ্চ কামনা। এটিই তাদের মনের একান্ত বাসনা। এই ফিতরাত দিয়েই তাদের মহান রব্ব তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সে যদি কোন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টও হয়ে যায় তবুও তার মনের প্রকৃত বাসনা পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে একজন বউ হয়ে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করতে পারবে। সে মনে প্রাণে চায় কারো অর্ধাঙ্গীনি হতে, কারো সাথে নিজের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে গোটা জীবন কাটিয়ে দিতে।

প্রিয় বোন আমার! নারীর নারীত্বতো প্রকাশ পায় তখন, যখন শিশু বাচ্চাটি তার কাঁধে মাথা দিয়ে নির্ভার হয়ে ঘুমিয়ে যায়। কিংবা কান্নার সময় যখন সে কোলে নিয়ে "বাবু আমার! সোনা আমার! কাঁদে না, কাঁদে না" বলে বাচ্চাটিকে একবার ডানে তারপর বামে নিয়ে দোল খাওয়াতে থাকে। সদ্য স্কুল/মাদরাসা/মক্তব ফেরত বাচ্চটি যখন বাড়ি ফিরেই লাফ দিয়ে মায়ের কোলে ঝাঁপ দেয়। যখন শাসনের সুরে স্বামীর হাতে লাঞ্চ বক্স ধরিয়ে দিয়ে বলে, "বাসা হতে লাঞ্চ না নিয়ে বাইরের খাবার খেলে আমি কিন্তু আর বাসায় রান্না করব না, দেখে নিও"। মাঝে মধ্যে যখন স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে দু'জনে জানালা দিয়ে মুগ্ধ নয়নে জোছনা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রিয় বোন আমার! নারী শুধু নিজে স্বপ্ন দেখতে জানে না, পুরো পরিবারকেই স্বপ্ন দেখাতে জানে সে। তথাকথিত ক্যারিয়ার গড়ার মোহে নিজের সন্তানদের শৈশবকে ধ্বংস করে না। বরং নিজের পুরো জীবন জুড়েই কাছের মানুষদের সাথে কোয়ালিটি টাইম পাস করে। ফলে তার গোটা জীবনটা না পাওয়ার

আক্ষেপে শেষ হয় না, বরং স্বামী সন্তানদের গভীর ভালোবাসার অশ্রুজলে সে হামেশাই সিক্ত হতে থাকে।

প্রিয় বোন আমার! নারীবাদীরা (Feminism-নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের দাবী) তোমাকে বোঝাবে একটা মেয়ে পড়া-লেখা করে যত বেশি বাড়ির বাইরে কর্মক্ষেত্রে সময় দিবে সে তত 'মেধাবী', স্বামী-সন্তানের 'বন্দীশালা' থেকে মুক্ত হয়ে সে তত স্বাধীন! অথচ এই মেয়েরা যে মস্তিষ্কের ওপর একটা দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে আছে সেটা তারা বোঝে না, সেক্যুলাররা তাদের যেভাবে ভাবাতে চায় তারা ঠিক সেভাবেই ভাবে। এটাই মানসিক দাসত্ব, যা শারীরিক দাসত্বের চেয়ে অনেক বেশি বিপদজনক। তারা নারীবাদকে ব্যবহার করে মুসলিম নারীদের ঈমান, চরিত্র, শ্লীলতা, সংসার ধ্বংস করে দিতে চায়।

প্রিয় বোন আমার! আজ পর্যন্ত কোনো নারীবাদীকে দেখলাম না কোনো নারীর ভেঙে যাওয়া সংসার জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে কিংবা ভংগুর পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় করার জন্য কাউন্সিলিং করেছে। বরং তারা এতটাই পুরুষ বিদ্বেষী যে, কিছু একটা ইস্যু পেলেই পুরুষের উপর নারী নির্যাতনের ট্যাগ লাগিয়ে নারীকে উস্কে দেয় ডিভোর্স দেওয়ার জন্য কিংবা নারী নির্যাতন মামলা ঠুকে দেয়ার জন্য। এভাবে নারীবাদীরা সংসার গুলো নষ্টই করে যাচ্ছে শুধু, সংসারটাকে সুখী করার জন্য তেমন কোনো কাজ করছেনা। বস্তুত, এই নারীবাদীদেরকে মেরুদন্ড আছে এমন কোন পুরুষ বিয়ে করেনা। তাই ওরা হিংসায় জ্বলে যায়। আর এমন পুরুষ বিদ্বেষী প্রোপাগান্ডা ছড়ায় যেন অন্য কেউ বিয়েতে উৎসাহিত না হয়।

প্রিয় বোন আমার! ওরা চায় না কোনো নারী সংসার করুক, তাদের একটা সুন্দর ফ্যামিলি হোক, তাদের বাচ্চাকাচ্চা বাবা-মায়ের সান্নিধ্যে স্নেহ-মায়া-মমতায় লালিতপালিত হোক। এজন্যই ওরা কোথাও বাল্য বিবাহ (১৮ এর কমবয়সী মেয়ে কিংবা ২১ এর কমবয়সী ছেলের মধ্যে বিয়ে) হচ্ছে শোনামাত্র থানা-পুলিশ মাথায় করে কাঁকড়ার মত কামড়াতে চলে আসে। ওদের কাছে বাল্যপ্রেম বৈধ, বাল্য প্রেমে অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক বৈধ, অবৈধ সম্পর্কের ফলে প্রেগন্যান্ট হওয়া মেয়ের গর্ভাপাত বৈধ, অবৈধ সম্পর্কের ফলে জন্ম নেওয়া বাচ্চা বনে, জঙ্গলে, ড্রেনে, ডাস্টবিনে ফেলে রাখাটাও বৈধ; কিন্তু ১৮ বছরের আগে কোন মেয়ের বিয়ে বৈধ নয়!

হে প্রিয় বোন আমার!

জেনে রেখো! একবার যদি কোন মেয়ের জীবনে কলঙ্ক নেমে আসে এবং সমাজ যদি তা জেনে ফেলে তবে কেউ তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবে না। এমন কি যেই পুরুষ তাকে নষ্ট করেছে সেও তাকে বিয়ে করে নিজের সংসার গড়তে রাজী হবে না। অথচ সে বিয়ের মিথ্যা ওয়াদা করে তার সতীত্ব ও সম্ভ্রম নষ্ট করেছে এবং মনের বাসনা পূরণ করে কেটে পড়েছে। এমনকি ঐ পুরুষটি যখন বিয়ের মাধ্যমে কোন নারীকে ঘরে তুলতে চাইবে তখন তাকে বাদ দিয়ে অন্য একটি সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত, ভদ্র ও পবিত্র নারীকেই খুঁজবে। কেননা সে কখনই চাইবে না যে, তার স্ত্রী হোক একজন নষ্ট নারী, তার ঘরের পরিচালক হোক একজন চরিত্রহীন নারী এবং তার সন্তানদের মা হোক একজন যেনাকারিনী। নিজে ফাসেক ও পাপী হয়েও সে চাইবে তার স্ত্রীটি হোক ফুলের মত পবিত্র। এমনকি যখন সে নিজের অবৈধ কাম বাসনা পূরণ করার জন্য কোন নারী খুঁজে পাবে না, তখন সে কোন পতিতা বা ভ্রষ্টা মহিলাকে নয় বরং কোন পবিত্রা নারীকে বিয়ের মাধ্যমে নিজের স্ত্রী বানানোর সন্ধানে বের হবে।

প্রিয় বোন আমার! তুমি কি জান পুরুষেরা কেন তোমার কাছে আসতে চায়? কেন তোমাকে নিয়ে ভাবে? কারণ তুমি সুন্দরী এবং যুবতী। সে তোমার সৌন্দর্য্য আর যৌবনের পাগল। তাই সে তোমার চারপাশে মৌমাছির মতো ঘুর ঘুর করে এবং তোমাকে নিয়েই ভাবে। এখন আমার প্রশ্ন হল, তোমার এই যৌবন ও সৌন্দর্য্য কি চিরকাল থাকবে? দুনিয়াতে কোন সৃষ্ট জিনিস কি চিরস্থায়ী হয়েছে? তুমি যখন বৃদ্ধা হবে, যখন তোমার পিঠ ও কোমর বাঁকা হয়ে যাবে, দেহের সৌন্দর্য্য বিলীন হয়ে যাবে, তখন কে তোমার দায়িত্ব নিবে? তোমার পরিচর্যাই বা করবে কে? তা কি তোমার জানা আছে? যারা তোমার সেবা করবে, তারা হচ্ছে তোমার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি। আর তুমি রাণীর মত সিংহাসনে বসে পরিবারের অন্যদেরকে পরিচালনা করবে। এখন তুমি চিন্তা কর, তুমি কি করবে? বিয়ের মাধ্যমে তুমি কি এক নির্মল শান্তির সংসার রচনা করবে? না ব্যভিচারীনি হয়ে ক্ষণিকের দৈহিক সুখ উপভোগ করে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিবে? স্থায়ী সুখের বিনিময়ে অস্থায়ী সুখ ক্রয় করা কি কোন বুদ্ধিমানের কাজ হবে? যৌবনবতী বয়সের সামান্য অবৈধ সুখ ভোগ কি শেষকালের করুণ পরিণতির সমান হবে?! কখনই না!!!

প্রিয় বোন আমার! আমি এ কথা বলছি না যে, তুমি এক লাফে ইসলামের প্রথম যামানার মুসলিম নারীদের মত হয়ে যাবে। এটি অসম্ভব। কারণ বর্তমানে মুসলিম নারীরা যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তা একদিনে এক লাফে এসে পৌঁছেনি। তারা প্রথমে মাথার চুলের একাংশ খুলেছে, তারপর পুরো মাথাটাই। এরপর কাপড় ছোট করতে শুরু করেছে। এরপর ধীরে ধীরে বুকের ওড়না ফেলে দিয়েছে। এভাবে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে তারা জাতির পুরুষদের গাফিলতির সুযোগে বর্তমানের দুঃখজনক পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। তারা হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি যে, বিষয়টি এমন অশ্লীলতার পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছবে।

প্রিয় বোন আমার! তুমি যদি একটি ঘড়ির ঘন্টার কাটার দিকে তাকাও তাহলে দেখবে, সেটি নড়ছে না; বরং এক জায়গায়ই স্থির রয়েছে। তুমি যদি দুই ঘন্টা পর পুনরায় ঘড়ির কাছে ফেরত আস, তাহলে দেখবে ঘড়ির কাটাটি এখন আর আগের জায়গায় নেই। সেটি অনেক এগিয়ে গেছে। এমনিভাবে শিশু জন্মগ্রহণ করে একদিনেই তরুণ হয়ে যায় না, তরুণ এক লাফে যুবক হয়ে যায় না এবং যুবক হয়ে এক লাফে বৃদ্ধে পরিণত হয় না; বরং দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পার করার মাধ্যমে সে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে। এমনিভাবেই জাতির অবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং ভালো থেকে মন্দ ও মন্দ থেকে ভালোর দিকে ধাবিত হয়।

প্রিয় বোন আমার! অশ্লীল পত্রিকা, অশ্লীল ম্যাগাজিন, অশ্লীল সিনেমা, বিভিন্ন টিভি চ্যানেল ও ওয়েব সাইটে ফাসেক ও পাপিষ্ঠদের প্ররোচনায় গা ভাসিয়ে তুমি কতক্ষণ নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে? সর্বোপরি মুসলিম নারীদেরকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইসলামের শত্রুদের অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে বর্তমান মুসলিম নারীদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, যা ইসলাম ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। টিভি চ্যানেলে দেখা যায় একজন পুরুষ একজন যুবতী মেয়েকে হাত ধরে নাচাচ্ছে, পরস্পর জড়িয়ে ধরছে, গালে গাল ও বুকে বুক লাগাচ্ছে। তারা নাকি অর্থ আর খ্যাতির(!) জন্য অভিনয় হিসেবে এমনটি করছে। আচ্ছা, টিভির পর্দার সামনে কি সেই নারীর পিতা-মাতা ও সাবালক ভাই-বোন থাকে না? এ ধরণের পিতা-মাতা কি তাদের এই অভিনেত্রী মেয়েটিকে চিনতে পারে না? তারা কি আদৌ মুসলিম? কোন মুসলিম কি তার মেয়েকে এই অবস্থায় দেখাটা সহ্য করতে পারে? এই দৃশ্য কি চোখ খুলে দেখতে পারে? তারা নাকি অর্থ আর খ্যাতির(!) জন্য

অভিনয় হিসেবে এমনটি করছে। আচ্ছা, টিভির পর্দার সামনে কি সেই নারীর পিতা-মাতা ও সাবালক ভাই-বোন থাকে না? এ ধরণের পিতা-মাতা কি তাদের এই অভিনেত্রী মেয়েটিকে চিনতে পারে না? তারা কি আদৌ মুসলিম? কোন মুসলিম কি তার মেয়েকে এই অবস্থায় দেখাটা সহ্য করতে পারে? তার মেয়েকে নিয়ে একজন গায়রে মাহরাম পুরুষ খেলা করবে আর সে তা উপভোগ করবে- এটি কোন মুসলিমের জন্য শোভনীয় আর সমর্থনযোগ্য হতে পারে? ইসলাম তো দূরের কথা, খ্রিষ্টান এমনকি অগ্নিপূজকদের ধর্মও এমনটি সমর্থন করে না। তাদের ধর্মীয় ইতিহাস পাঠ করলেই এ কথার প্রমাণ মিলবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ কিছু মুসলিম দেশের মুসলিম নামধারী নারী-পুরুষের চারিত্রিক অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, মানুষ তো দূরের কথা; পশুরাও তা গ্রহণ করতে পারে না।

প্রিয় বোন আমার! তথাকথিত আধুনিক সমাজে নারীবাদীদের নিকট তুমি যদি নিজের শরীরের ভাঁজ-খাঁজ, অবয়ব জনতার হাটে মেলে ধরতে পারো তাহলে তুমি স্বাধীন। তুমি যদি ডজনখানেক ছেলেবন্ধু নিয়ে রেস্টুরেন্টে গিয়ে পার্টি দিতে পারো তাহলে তুমি স্বাধীন। কিন্তু তুমি যদি 'নিজের ইচ্ছায়' সংসারে মনোযোগী হতে চাও, স্বামী-সন্তানের দেখভাল করতে চাও, তাহলেই তোমার স্বাধীনতা চলে গেল, তুমি পরাধীন হয়ে গেলে! তুমি যদি হাফস্কার্ট, জিন্স, টপ্স পরে রাস্তায় ঢ্যাং ঢ্যাং করে হেটে বেড়াতে পারো তাহলে তুমি স্বাধীন, তুমি স্মার্ট, তুমি কুউল (Cool)। কিন্তু নিকাব পরে বাইরে গেলে গেলেই তুমি ব্যাকডেটেড, ক্ষ্যাত, অবরোধবাসিনী, মধ্যযুগীয় বর্বরতার শিকার! হ্যাঁ, এগুলোই হচ্ছে নারীবাদীদের 'স্বাধীনতার' সংজ্ঞা, এগুলোই তাদের সমানাধিকারের প্রোপাগান্ডা।

প্রিয় বোন আমার! নারীবাদ-Feminism-নারী ও পুরুষের সমান অধিকারের দাবী হলো পুঁজিবাদীদের দাবার গুঁটি। সুতরাং, তারা নারীবাদীদেরকে ব্যবহার করে তাদের প্রোপাগান্ডা চালিয়ে মুসলিম নারী-পুরুষের ঈমান, চরিত্র, শ্লীলতা ধ্বংস করে দিতে চায়। তাদের কাছে ধর্ম ও নৈতিকতা হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগতির পথে বাধা। তাদের স্বার্থ হাসিল করতে গেলে নারীবাদের পক্ষে বিপুল জনমত সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য তারা এমনসব অ্যাক্টিভিটি রান করাবে যাতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তারা তোমাকে ইসলামকে দেখাবে কাফেরদের লেন্স দিয়ে। তারা যেভাবে দেখাতে চায়, সেভাবে। এরপর কাফের ভার্সনের একটা মডারেট ইসলাম উপস্থাপন করবে তোমার সামনে। সেখানে ইসলামের লেবাস জড়িয়ে জাহেলিয়াত পালন করা যায়!

প্রিয় বোন আমার! এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদেরকে শয়ত্বান পরিচালনা করে। তাদের কথা হচ্ছে, সহশিক্ষা প্রবল যৌন আকাঙ্খাকে দমন করে, চরিত্র সংশোধন করে এবং দেহ থেকে বাড়তি যৌন চাহিদাকে দূর করে দেয়। তাদের কুযুক্তির জবাবে বলতে চাই, মাদরাসার কথা বাদ দিন, আপনারা কি সহশিক্ষাযুক্ত স্কুল-কলেজ আর সহশিক্ষামুক্ত স্কুল-কলেজের দিকে তাকিয়ে দেখেন না? তারা ইউরোপ-আমেরিকাকে নিজেদের আদর্শের মানদন্ড মনে করে এবং আধুনিকতা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও উন্নতির পথ প্রদর্শক মনে করে। অথচ তারা প্রকৃত সত্যকেই উপলব্ধি করতে পারে নি। তারা যেটিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি মনে করছে, তা প্রকৃতপক্ষে সত্য ও সভ্যতা নয়; বরং সেটি হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকার আধুনিকতা ও সভ্যতা যাকে পাশ্চাত্যের সভ্যতা বলা হয়। যাদের নিকট নাচ, গান, বেহায়াপনা, উলঙ্গ, অর্ধউলঙ্গ হয়ে প্রকাশ্যে চলাফেরা করা, স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটিতে সহশিক্ষার নামে ফ্রি-মিক্সিং, স্বল্পবসনা হয়ে নারীদের খেলার মাঠে নামা এবং সমুদ্র সৈকতে গিয়ে বস্ত্রহীন হয়ে গোসল করাই সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদন্ড। আর প্রাচ্যের দেশ তথা মুসলিমদের মাসজিদ, মাদরাসা, মক্কা, মদীনা সহ সকল ইসলামী প্রতিষ্ঠানে যে উন্নত চরিত্র, সুশিক্ষা, নারী-পুরুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন পবিত্রতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাদের ধারণায় তা মুসলিমদের পশ্চাদমুখী হওয়ার এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক থেকে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ!

প্রিয় বোন আমার! ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ঘুরে আসা বা সেখানে বসবাসকারী অসংখ্য পরিবারকে জানি যারা নিজ পরিবারের নারী-পুরুষদের খোলামেলা চলাফেরাতে সন্তুষ্ট নয় এবং এটি তাদেরকে মানসিক শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আজ তারা বিকল্পের সন্ধান করছে। ইউরোপ-আমেরিকায় এমন অসংখ্য পিতা-মাতা আছে, যারা তাদের যুবতী মেয়েদেরকে যুবক পরুষদের সাথে চলাফেরা করতে ও মিশতে দেয় না। তারা তাদের সন্তানদেরকে সিনেমায় যেতে দেয় না। শুধু তাই নয়; তারা তাদের ঘরে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনামুক্ত চ্যানেল ব্যতীত অন্য কিছু ঢুকায় না। অথচ

পরিতাপের বিষয় হচ্ছে আজ অধিকাংশ মুসলিম দেশের মুসলিম দাবীদারদের ঘর এগুলো থেকে মুক্ত নয়।

প্রিয় বোন আমার! আমি এ কথা বলছি না যে, তোমার গায়রে মাহরাম পুরুষ আত্মীয়রা তোমার কথা অবনত মস্তকে মেনে নিবে। আমি জানি তারা তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করবে এবং তোমাকে বোকা বলবে। কারণ তারা মনে করবে যে, তুমি তাদেরকে তোমার যৌবনের মৌবনে বিচরণ করতে দিচ্ছ না, তোমার যৌবনের স্বাদ উপভোগ করতে বাধা দিচ্ছ এবং তাদেরকে ভোগের সমুদ্রে সাঁতার কাটতে মানা করছো।

সুতরাং তুমি গায়রে মাহরাম পুরুষদেরকে এটা বলতে যাবে না; বরং তুমি নিজে মেনে চলার পাশাপাশি উপদেশ দিবে তোমার মুমিন-মুসলিম বোনদেরকে, মেয়েদেরকে। কেননা শয়তানের ফাঁদে পড়ে পথভ্রষ্ট বোনেরাই সমাজের ভিকটিমে পরিণত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যেন এমন কাজে অগ্রসর না হয়, যার পরিণাম শুভ হয় না। যারা নারীর স্বাধীনতার গান গায়, তাদের উন্নয়নের কথা বলে, তাদেরকে সহশিক্ষা ও পর্দাহীন মেলামেশার আহবান জানায় তোমরা তাদের কথায় কান দিয়ো না। কারণ এ সমস্ত শয়ত্বানদের অধিকাংশের স্ত্রী-সন্তান ও পরিবার নেই। তারা কেবল তোমাদেরকে উপভোগ করতে চায়।

হে প্রিয় বোন আমার!

চোখের বা দৃষ্টির গুনাহ্-এর ব্যাপারে সতর্ক হও। কেননা মহান আল্লাহ্ তা'আলা ফরমান-

"আর মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; আর তারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। (সূরা আন নূর ২৪:৩১)

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন-

"মহান আল্লাহ অভিশম্পাত দেন দৃষ্টিদানকারী (স্বেচ্ছায় দর্শনকারী) পুরুষ ও দৃষ্টিদানে সুযোগদানকারী (প্রদর্শনকারিনী) নারীর ওপর।" [বায়হাকী, মিশকাত শরীফ, হা/৩১২৫]

অর্থাৎ যেসব মেয়ে সাজগোজ করে পর্দার তোয়াক্কা না করে ঘুরে বেড়ায় এবং যারা তাদের দিকে কামনার দৃষ্টিতে তাকায়- উভয় শ্রেণী আল্লাহ্'র অভিশম্পাতে নিপতিত।

তুমি নিশ্চয়ই আজিযে মিশরের স্ত্রী জুলায়খার নাম শুনেছ। জুলায়খা যদি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর চেহারার দিকে কামনার দৃষ্টিতে না তাকাতো, তবে সে নিজের জৈবিক কামনার কাছে এভাবে নেতিয়ে পড়তো না এবং গুনাহের প্রতি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)কে আহ্বানও করতো না। ক্ষণিকের লাগামহীন আচরণের কারণে পবিত্র কুরআনে তার নাম লাঞ্ছণার সাথে আলোচিত হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত নির্লজ্জ কাজের উদাহরণ হিসেবে তার ঘটনা প্রচার হতে থাকবে। সুতরাং শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, কত ভয়াবহ ও কত করুণ হয় কামনার দৃষ্টির লাঞ্ছণা!

প্রিয় বোন আমার! আমাদের মাঝে অনেকেই টিভি কিংবা মোবাইলে ছবি ও ভিডিও দেখতে অভ্যস্ত। এবং এক্ষেত্রে গুনাহ'র বিষয়টি গুরুত্বহীন মনে করা হয়। মনে রাখবে, ছবি ও ভিডিওতে গায়রে মাহরামকে দেখা সরাসরি দেখার চেয়েও মারাত্মক ক্ষতিকর। চলতি পথের দেখা এতটা নিখুঁত ও নিবিড় হয়না, যতটা ছবি ও ভিডিও দ্বারা হয়। তাই এর থেকে আরো বেশি সতর্ক থাকাটা জরুরি। এমন যেন না হয় যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্'র দেয়া দৃষ্টিশক্তি পরপুরুষের পেছনে ব্যয় করলাম, পরিণামে আল্লাহ্ আমার দৃষ্টিশক্তি আখেরাতে ফেরত দিলেন না। ওইদিন যদি অন্ধ হয়ে উঠতে হয় তাহলে কী অবস্থা হবে?

হারামের দিকে তাকিয়ে যে সুখ অনুভব করতে থাকে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মতো- যে সাগরের পানি পান করে তৃপ্তি পেতে চায়। তুমি কি দেখেছ তার পিপাসা নিবারিত হতে? কখনো তার পিপাসা নিবারণ হয় না; বরং এতে তার পানির পিপাসা আরও বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি হারাম জিনিসের দিকে তাকায়, সেও আসক্তির চাহিদা মিটাতে পারে না। তার চাহিদা কেবল বাড়তেই থাকে!

ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ্ বলেন, দুর্ঘটনার শুরু হয় দৃষ্টি থেকে, যেমন লেলিহান আগুনের শুরুটা হয় একটি মাত্র ফুলকি দিয়ে। সুতরাং লজ্জাস্থানের হিফাযতের জন্য দৃষ্টির সংরক্ষণ জরুরী।

প্রিয় বোন আমার! দৃষ্টির হিফাযতে রয়েছে অন্তরের পবিত্রতা। ফলে অশ্লীল চিন্তা, গুনাহের ইচ্ছা অন্তরে ইতিউতি করে না। ইবাদাতে মনোযোগ আসে। প্রবৃত্তিপনা, শয়ত্বানি, পাশবিক তাড়না ও কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচা যায়। পক্ষান্তরে, কুদৃষ্টির কারণে অন্তরের প্রশান্তি চলে যায়। ফিতনায় জড়িয়ে পড়ার আশংকা তীব্রতর হয়ে ওঠে।

চোখের গুনাহ্'র অন্যতম খারাপ প্রভাব হল, এর কারণে রিযিক ও সময়ের বরকত শেষ হয়ে যায়। ছোট ছোট কাজে বড় বড় সমস্যা ছুটে আসে। জীবনে অনেক কষ্ট ও চেষ্টার পরও সফলতার মুখ দেখা হয় না। অহেতুক চিন্তা ও পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক মানুষ মনে করে, কেউ যাদু-টোনা কিছু একটা করেছে; অথচ সে নিজের অন্তরের রোগের কারণে বিপদের মধ্যে পড়ে থাকে। আর অন্তরের রোগ মূলতঃ চোখের গুনাহের কারণে হয়।

কুদৃষ্টির একটি বড় বিপদ হচ্ছে, এটি আফসোস এবং অতি দীর্ঘশ্বাসের উদ্রেক করে, যখন দৃষ্টিপাতকারী চোখে এমন কিছু দেখে, যা করতে সে সক্ষম নয়। আর তা থেকে ধৈর্য ধারণ করতেও সে অক্ষম হয়ে পড়ে।

একজন মু'মিনার জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে দৃষ্টির হিফাযত, তারপর লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ। একটির জন্য অপরটি অপরিহার্য। তাই দৃষ্টির লাগাম টেনে ধরতে না পারলে লজ্জাস্থানও অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রণের গন্ডিতে রাখা যায় না।

মনে রাখবে, লজ্জা আর ঈমান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যখন লজ্জা চলে যায়, ঈমান তার পিছু নেয়।

হে প্রিয় বোন আমার!

তুমি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস কর, এই দুনিয়ার বুকে তোমার মর্যাদাই সবার ঊর্ধ্বে। তুমি কারো বোন, তুমি কারো মা, তুমি কারো স্ত্রী ও তুমি কারো কন্যা। তুমি এই সমাজের অর্ধেক। অবশিষ্ট অর্ধেকের অস্তিত্বের উৎসও তুমি। যুগে যুগে তোমাদের গর্ভেই জন্মেছেন দ্বিগ্বিজয়ী বীর, অনলবর্ষী বক্তা, যুগের রাহবার, দেশ ও জাতির কান্ডারী। এজন্য তোমার কাছে আমি আরও কিছু কথা ও আবেদন, ব্যথা ও নিবেদন, ইতিহাসের কিছু বাস্তব সত্য ঘটনা তুলে ধরতে চাই। হয়তো তা তোমার হৃদয়কে স্পর্শ করবে। তোমার আবেগ ও অনুভূতিকে ছুঁয়ে যাবে।

আমরা জানি, নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। যুগে যুগে পুরুষের মাঝে যেমন আলেম, সমাজ সংস্কারক ও দ্বীনের মহান দাঈগণ ছিলেন, নারীদের মাঝেও তেমনি আলেমা ও দাঈ ছিলেন। পুরুষদের মাঝে যেমন দিনের সায়ীম (রোযাদার) ও রাতের তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন, নারীদের মাঝেও তেমনই ছিলেন, বরং কল্যাণ ও হক্বের প্রতিযোগিতায় নারীরা সব সময়ই পুরুষদের পাশাপাশি ছিলেন। এভাবে কত নারী যে পুরুষদেরকে ছাড়িয়ে গেছেন! তাদের তুলনা তো তারাই! আল্লাহ্'র গোলামী, দ্বীনের নুসরত ও হিফাজত, বদান্যতা ও আমলে নারীরা সবসময়ই পুরুষের সমকক্ষ ছিলেন, বরং তুমি যদি ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলাও তাহলে দেখতে পাবে, মানবেতিহাসের বৃহৎ ও মহান বহু কাজ নারীরাই আঞ্জাম দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম যিনি হারাম শরীফে বসবাস করেছেন, যমযমের পানি পান করেছেন, সাফামারওয়ায়- সায়ী করেছেন তিনি একজন নারী। তিনি হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)এর স্ত্রী ও ইসমাইল আলাইহিস সালাম-এর মা হযরত হাজেরা (রাযিআল্লাহু আনহুমা)। সর্বপ্রথম যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং দ্বীনের সাহায্যার্থে নিজের সর্বস্বকে উজাড় করে দিয়েছিলেন তিনি একজন নারী। তিনি হলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা রাযিআল্লাহু আনহুমা। ইসলামের জন্য যিনি নিজের জীবন কুরবান করে প্রথম শহীদের মর্যাদা লাভ করেছিলেন তিনিও একজন নারী। তিনি ছিলেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের মা হযরত সুমাইয়া রাযিআল্লাহু আনহুমা। প্রিয় বোন আমার! মনে রাখবে! মর্যাদা কোনো মানুষের দান বা অনুকম্পা নয়! আবার পুরুষ কিংবা নারী হওয়াও মর্যাদার মাপকাঠি নয়!

নিজের কর্ম আর অবদানই ব্যক্তির মর্যাদার উৎস। তাই এ যুগেও যদি মর্যাদা লাভ করতে হয় তাহলে কর্মের ময়দানে তোমাকে আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে হবে।

মা হাজেরার ধৈর্য ও কুরবানীর ইতিহাস আমরা কে না জানি! ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট করেছেন। বিজন মরুভূমিতে একাকী কোলের সন্তান নিয়ে জীবনযাপন করেছেন। তবু আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সব সময় সন্তুষ্ট থেকেছেন, শোকর গুজার করেছেন। সমস্ত কষ্টক্লেশ হাসিমুখে বরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য তাঁর পথে মুজাহাদার বিস্ময়কর ইতিহাস রচনা করেছেন। এ সব কাজের সওয়াব ও বিনিময় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কীরূপ বিপুল ও বেনজীর হবে তা কী ভাবা যায়! তাঁর ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল করেছেন। তাঁর সন্তানকে নাবী বানিয়েছেন। এসব অসামান্য প্রাপ্তির বিপরীতে দুনিয়ার সামান্য কষ্টের কি কোনো তুলনা হয়!

কেবল একজন মা হাজেরাই নন ইতিহাসের পাতায় এমন বহু হাজেরা রয়েছেন যারা তাদের দুনিয়ার সকল সুখ-ভোগ ত্যাগ করে রব্বের সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্যধারণ করেছেন। কষ্টের জীবনকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। দ্বীনদারীকে সর্বদাই দুনিয়ার ভোগের উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন।

প্রিয় বোন আমার! এটা কি সম্মানের জীবন নয় যে, কখনো তুমি অনুগত মেয়ে হিসেবে থাকবে, কখনো তুমি চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী'র ভূমিকা পালন করবে, কখনো তুমি মমতাময়ী মা হয়ে সন্তানকে আদর, স্নেহ দিয়ে উত্তমভাবে প্রতিপালন করবে! এর চেয়ে সম্মানজনক অবস্থান আর কী হতে পারে? এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে? তবে কতোকাল আর ইসলাম সম্পর্কে গাফেল থাকবে? আর কতো সময় তুমি তোমার মহান রব্বের হুকুম সম্পর্কে বেখবর থাকবে?

অতএব, একবার অন্তত কল্পনার জগত ছেড়ে বাস্তব জগতের কথাগুলো ভাবো। একজন মুসলিমা হিসেবে নিজের বর্তমান অবস্থান নিয়ে অন্তত একবার চিন্তা করো। মহান রব্ব আল্লাহ্'কে ভয় করো। ইসলামকে আঁকড়ে ধরো। ইসলামের পথে সুন্দর জান্নাতী জীবন গড়ো।

তারুণ্য পেরিয়ে আসা বোন আমার!

তুমি কি তোমার হায়াত সম্পর্কে নিশ্চিত?

কিংবা হায়াত কতদিন প্রলম্বিত হবে সে ব্যাপারে?

আচ্ছা তুমি কি বলতে পার ঠিক কত বৎসর যৌবনটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করতে পারবে? কিংবা অন্ততঃ যৌবনকালটা যদি পাও সেটাওবা কবে থেকে শুরু হয়ে কবে শেষ হবে?

আচ্ছা ধরো, তোমার যৌবনকালটা বড়জোর ১৫-৪৫ বছর! মানে গড়পরতা ২০ বৎসর যৌবন সুধা উপভোগের সুযোগ তোমার জন্য থাকছে। অথচ তুমি ভাবছো, এই তো মজা করার সময়! এই বয়সে না করলে কখন! এই বয়সে যদি ছেলেদের সাথে একটু ফ্লার্ট, একটু অবৈধ শারীরিক সম্পর্ক, একটু মদ্যপান, একটু রাতের বেলা ঘোরাঘুরি, একটু মন্দ অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ ব্যয়, একটু পর্ণোগ্রাফিতে আসক্ত হওয়া, একটু অশ্লিল ভাষায় আনন্দ প্রকাশ, একটু অন্যকে পচিয়ে মজা অনুভব, একটু নাচ-গান-উল্লাস না করতে পারি তো কোন বয়সে করবো?

ভাবছো লোকে বলবে, এই বয়সে, এতো ছোট বয়সে পর্দা করা জরুরী না! বিয়ে হোক, বাচ্চা হোক, বয়স হোক, নাতি নাতনি হোক তখন বোরকা ধরবো, পর্দা করবো! এখনই এরকম ভুতের মতো নিনজা সেজে পর্দা করলে জীবনটা নিরসই কেটে যাবে। আর মানুষইবা কি বলবে! কোন স্মার্ট ছেলে তোমাকে বিয়ে করবে না, বুঝলে? এখনও সময় আছে এসব বাদ দিয়ে মডার্ণ হও!

ভাবছো লোকে বলবে, এই বয়সে মেয়েরা সুন্দর রঙ বেরঙের হাল ফ্যাশনের পোষাক পড়ে ঘুরে বেড়াবে, কতই না সুন্দর দেখাবে! এতো সুন্দর গোলাপ কলির মতো চেহারা দেখে ছেলেরা প্রস্তাব পাঠাতে পাঠাতে ক্লান্ত হয়ে যাবে! কতই না গর্বের বিষয়! আর তুমি কি-না হিজাব নিকাবে নিজের সৌন্দর্য ঢেকে বাইরে বের হচ্ছো!

তুমি কি ভাবছো, যৌবনকাল আর বৃদ্ধ কালের হিসাব আলাদাভাবে নেওয়া হবে? বৃদ্ধ বয়সে যখন শারীরিক চাহিদা নিঃশেষ হয়ে যাবে, জীবন মূল্যহীন হয়ে যাবে তখনই আল্লাহ্'র আদেশ মেনে চলবে! আর টগবগে যৌবন থাকাকালীন জেনে-বুঝে পাপের

বোঝা ভারী করেই চলবে? অতঃপর মৃত্যুর গড়গড়ানি শুরু হলে তাওবাহ্!

জান্নাতে যাওয়া কি এতই সহজ? সম্মানিত নাবী ও রাসূলগণ, সাহাবীগণ এবং অগণিত পূণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ, যাদেরকে মহান রব্ব আল্লাহ্ হিদায়াত করেছেন, পুরষ্কৃত করেছেন, তারা অনেক পরীক্ষার পর, অনেক শারীরিক মানসিক কষ্ট-যাতনা সহ্য করার পর জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন। তারা আল্লাহ্'র জন্য কত কত মেহনত করেও আশা, ভয়ে ও শংকায় পেরেশান হয়ে যেতেন, জান্নাত লাভ হবে কি-না?

আর তুমি গুনাহ্ করতে করতে আকাশ সমান বানিয়ে ফেলছ আর বলেই যাচ্ছ, আরও কিছুটা সময় যাক তারপর তাওবাহ্ করে আল্লাহ্'র পথে ফিরে আসবো! বয়সটা আরেকটু বাড়ুক কিংবা বিয়েটা হোক তারপর পর্দা করবো! একেবারে হজ্ব করে সব ছেড়ে ছুড়ে পাক্কা মুসলমান হয়ে যাবো!

ইন্নালিল্লাহ্! তুমি কিভাবে নিশ্চিত হলে যে, তুমি সামনের আরও কিছুটা সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকবে? অথচ সত্যটা এই যে, আমরা কেউই জানিনা কখন আমরা মালাকুল মউত (মৃত্যুর ফেরেশতা) এর মুখোমুখি হব! তাহলে?

এই বয়স, ঐ বয়স বলে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)এর আদর্শকে ছুড়ে ফেলে জাহিলিয়্যাতে মজে থাকাটা শুধুই নিজের সাথে ধোঁকাবাজি! আর দুনিয়ার মোহে পড়ে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়ানোর সাথে আবার এমন ধারণা করা যে, একদিনতো জান্নাতে যাবোই! তুমি হয়তো জান না কিংবা কখনো লক্ষ্য করে দেখনি যে, এমন অনেক লোক আজকে কবরবাসী হয়ে গেছে যারা আগামীকাল থেকে গুণাহ্ ছেড়ে দিতে চেয়েছিলো! কিন্তু হায়াতের সীমাবদ্ধতায় তার আর গুণাহ্ থেকে তাওবাহ্ করার সুযোগ হয়নি! এটাই বাস্তবতা।

হে আমার স্নেহের বোন! তুমি দুনিয়া উপভোগ করা নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে যেও না!
তুমি কি অন্ধকার কবরের কথা ভুলে গিয়েছ?
তুমি কি জাহান্নামের আযাবের কথা ভুলে গিয়েছ?
কবরে কি সবাই বৃদ্ধ হয়েই গিয়েছে নাকি তোমার মতো অসংখ্য তরুন-তরুণী, কিশোর-কিশোরী ভাই-বোনও আজ কবরস্ত?
বিশ্বাস করো একদিন ঐ ঘুটঘুটে অন্ধকার কবরে তোমাকেও একাকী যেতে হবে। মৃত্যুর সাথে সাথে তুমি শুধুই লাশ! আর কোন পরিচয় তোমার বিশেষত্ব নয়!
কবরের এক একটি রাত তুমি কিভাবে কাটাবে ভেবেছ কি?

তোমার সাথে মহান রব্বের নিযুক্ত ফেরেশতারা কিরূপ আচরণ করবে ভেবে দেখেছ কি?

তুমি জীবিত থাকা অবস্থায়ই এসব নিয়ে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখ। কারণ মৃত্যুর পর তোমার সাজানো গোছানো রুম, টেবিলের পাশে রাখা ফুলদানি, হাজারো স্মৃতি বিজড়িত ডায়েরীর পাতা সবই দুনিয়ায় পড়ে থাকবে। থাকবে না শুধু তুমি!

তুমি হয়তো অনুধাবনই করতে পারছো না ইসলামে যৌবনকালের ইবাদাত-বন্দেগির গুরুত্ব কতটা! এ সময়ের ইবাদাত যে রব্বে কারীমের নিকট কতটা প্রিয়, তা উঠে এসেছে আল্লাহ'র প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)এর বর্ণনায়-

যেদিন (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ্'র রহমতের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত শ্রেণির মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। এর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষ হলো সেই সব যুবক-যুবতি; যে তার যৌবনকাল আল্লাহ'র ইবাদাতে কাটিয়েছে। [বুখারি, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, হা/৬৮০৬, মিশকাত, হা/৭০১, মুসলিম]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, যেদিন আল্লাহ্'র রহমতের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজের (আরশের) ছায়ায় আশ্রয় দিবেন। দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হলো সেই সব যুবক-যুবতি; যার জীবন গড়ে উঠেছে তার রব্বের ইবাদাতের মধ্য দিয়ে। [বুখারি, ই.ফা.বা, হা/৬২৭]

জেনে রাখ, এমন বেপরোয়া জীবন যারা যাপন করছে তাদের জন্য রয়েছে অনেক অনেক নিদর্শন ও হুঁশিয়ারি। এমন আযাব অপেক্ষামান রয়েছে যা দুনিয়ায় কল্পনাও করা যায় না। দুনিয়ার সামান্য রোদ-বৃষ্টি-ঠান্ডা যে শরীরে সহ্য হয় না, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব সে শরীরে কেমনে সহ্য করবো আমরা?! তাই সময় থাকতেই সাবধান হওয়া জরুরী। তাওবাহ্ করাটা সবচেয়ে বেশী জরুরী, অবশ্যই তাওবাতান নাসুহা!

কেননা আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন নিজেই বলেছেন-

"হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ'র নিকট তওবা কর একান্ত বিশুদ্ধ তাওবাহ (তাওবাতান নাসুহা)। সম্ভবতঃ তোমাদের রব্ব তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দেবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ্ নাবী ও তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে অপদস্থ

করবেন না। তাদের নূর তাদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে বিচ্ছুরিত হবে, তারা বলবে, ‘হে আমাদের রব্ব! আমাদের নূরকে পূর্ণতা দান করুন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান’।” (সূরা আত্-তাহরীম ৬৬:৮)

মহান রব্ব আমাদের তারুণ্যের অদম্য উচ্ছ্বাসকে তাঁর ভালোবাসায় পরিণত করে দিন। নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের মাধ্যমে জাহিলিয়্যাতের হাতছানি মাড়িয়ে যৌবনের দুরন্ত ঘোড়াকে সিরাতাল মুস্তাকিমে চালনা করার প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ দিন। আর হাশরের ময়দানে তাঁর রহমতের আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া যুবক-যুবতিদের দলে শামিল হওয়ার তাওফীক্ব দিন। আমীন।

হে প্রিয় বোন আমার!

বিয়ের জন্য স্বামী নির্বাচনে সচেতন হও। কারণ তোমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় হচ্ছে বিয়ের মাধ্যমে জীবনসঙ্গী গ্রহণ। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)এর ভাষ্য মতে ঈমানদারের জন্য বিয়ে হচ্ছে তার দ্বীনের অর্ধেক। সুতরাং স্বামী নির্বাচনে অসচেতন হলে তোমার অর্ধেক দ্বীন হারিয়ে ফেলবে। বর্তমানের অধিকাংশ মুসলিম দাবীদার অভিভাবকই মেয়ের বিয়ের পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে "সোনার আংটি বাঁকাও ভালো" নীতি অবলম্বন করে চলছেন। অর্থ, বিত্ত আর সম্পদকে পাত্র নির্বাচনে যোগ্যতার প্রধান মানদন্ড নির্ধারণ করায় পাত্রের পোশাকী চরিত্রের আড়ালে প্রকৃত দ্বীনদারীতা উপেক্ষিত থেকে যায়। ফলে প্রায়শঃই একজন মুসলিমা অভিভাবকদের সামাজিক মানদন্ডে যোগ্য বিবেচিত পাত্রকে বিয়ের পর প্রচন্ড আশাহত হয় এবং পারিবারিক জীবনটা ডানাভাঙ্গা পাখির ন্যায় অবর্ণনীয় কষ্টে অতিবাহিত করে।

এজন্য হে প্রিয় বোন! তুমি সহ তোমার অভিভাবকদের জন্য কল্যাণকর হবে বিয়ের পাত্র নির্বাচনে রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)এর সিদ্ধান্ত অনুসরণ করা। তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) গ্রহণযোগ্য স্বামী নির্বাচনের সুস্পষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করে তোমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, "যখন তোমাদের নিকট এমন কোনো ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার চরিত্র ও দ্বীনদারিতে তোমরা (অভিভাবক ও পাত্রী) সন্তুষ্ট হবে। তবে তার সাথে (তোমাদের পাত্রীর) বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও। যদি তোমরা তা না কর, তবে তা পৃথিবীর মধ্যে বিপর্যয় ডেকে আনবে এবং ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণ হবে"। [তিরমিজি, হা/১০৮৪, ১০৮৫, ইবনে মাজাহ, ই.ফা, হা/১৯৬৭]

যোগ্য পাত্রের মানদণ্ড প্রধানত তিনটি-

১. দ্বীনদার ২. চরিত্রবান ৩. আকলসম্পন্ন।

সুন্নাহ্'র নির্দেশনা অনুযায়ী যখন কোনো ব্যক্তির মাঝে এই তিনটি বিষয় দেখা/পাওয়া যাবে, তখন পাত্রী ওই ব্যক্তিকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করবে। দুনিয়ায় সৌভাগ্যময় পবিত্র ও উত্তম জীবন-যাপনে এবং পরকালের উত্তম পরিণতি উল্লেখিত মানদণ্ডের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। উক্ত তিনটি বিষয় একাধিক পাত্রের মাঝে পাওয়া গেলে পরবর্তী গণ্য বিষয় হচ্ছে সম্পদ ও বংশ।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- পাত্র দ্বীনদার ও চরিত্রবান হওয়া। কারণ দ্বীনদার ও চরিত্রবান লোকের কাছে নারী কোন কিছু হারাবে না। যদি সে ব্যক্তি তার সাথে সংসার করে তাহলে সদ্ভাবে সংসার করবে। আর তাকে ছেড়ে (তালাক) দিলেও ইহসানের সাথে ছেড়ে দিবে। তাছাড়া দ্বীনদার ও চরিত্রবান ব্যক্তি নারীর জন্য ও তার সন্তানসন্ততিদের জন্য বরকতময় হবেন। সন্তানেরা তার থেকে আখলাক ও দ্বীনদারি শিখবে। কোন ব্যক্তির মাঝে যদি দ্বীনের বুঝ না থাকে, সৎ চরিত্রবান না হয়, বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন না হয় তবে ওই ব্যক্তি তার দ্বীনদার স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতে পারবে না। যখনই স্ত্রীর প্রতি সুবিচার করতে পারবে না তখন দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ও বিপর্যয় নেমে আসবে এটাই স্বাভাবিক। এজন্য পাত্রের মাঝে যদি উল্লিখিত গুণগুলো না থাকে তাহলে নারীর উচিত এমন পাত্র থেকে দূরে থাকা।

বিশেষতঃ কিছু কিছু পুরুষ আছে যারা সালাত, সিয়াম, হজ্ব, যাকাতের আমলে অভ্যস্ত হলেও মানুষের সার্বভৌমত্ব ভিত্তিক রাজনীতির সমর্থক, এদের থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ প্রকৃতপক্ষে এরা শির্কে আকবার (রুবুবিয়্যাতে শির্ক)-এর সাথে জড়িত। আবার কিছু পুরুষ আছে নিয়মিত সালাত ও সিয়াম আদায় করলেও সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহ্'র দ্বীন ইসলাম কায়েম হোক তা চায় না এবং দ্বীনদার মুসলিমদেরকে মৌলবাদী, ব্যাকডেটেড বলে গালি দেয়। এদের থেকেও দূরে থাকতে হবে। কারণ আকীদাগতভাবে এরা সুস্পষ্ট ইসলামের বাইরে অবস্থান করছে। আবার যারা বেপর্দা চলাফেরায় অভ্যস্ত, সালাত-সিয়াম আদায়ের ব্যাপারে গাফেল কিংবা গান-বাজনা শোনা, নাটক-সিনেমা দেখার মতো ফাহেশা কাজের সাথে জড়িত, শরীয়াহ্'র দৃষ্টিতে এরা প্রকাশ্য কবীরা গুনাহকারী। এদের থেকেও আমরা আল্লাহ্'র নিকট আশ্রয় চাইবো। আর যারা মোটেই সালাত আদায় করে না তারা কাফেরের ন্যায়। মু'মিন নারীরা তাদের জন্য বৈধ নয় এবং তারাও মু'মিন নারীদের জন্য বৈধ নয়।

সারকথা হল, পাত্র নির্বাচনে একজন নারী পাত্রের চরিত্র ও দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দিবে। বংশ মর্যাদা যদি পাওয়া যায় তো ভাল। কিন্তু যদি কুফু বা সমস্তরের পাত্র পাওয়া যায় তাহলে সেটাই সবচেয়ে উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়ায় সকল নারী ও তাঁর অভিভাবকদেরকে বিয়ের পাত্র নির্বাচনে সুন্নাহ্'র অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

হে প্রিয় বোন আমার!

বিয়ে হচ্ছে না? মন মতো প্রস্তাব আসছে না? বর্তমান সময়ে আলোচিত কিছু সমস্যার মধ্যে একটা কমন বিষয় হচ্ছে বিয়ে বন্ধ বা বিয়ে না হওয়া। বেশিরভাগ বোনেরই একটা কমন অভিযোগ:

> আমার বয়স এত হয়ে গেছে। কিন্তু বিয়ে হচ্ছেনা। আগে প্রস্তাব যাও আসতো এখন তাও আসে না।

> আমার বিয়ের প্রস্তাব আসে কিন্তু কথা আগায় না।

> আল্লাহ্'র কাছে এত চাচ্ছি আর আমল করছি তবুও বিয়ে হচ্ছে না।

> একজনকে খুব ভালো লাগে। তাকে কাছে পাওয়ার আমল দেন প্লিজ।

> বিয়ে হওয়ার জন্য কোন আমল আছে কি?

প্রিয় বোন আমার! উল্লিখিত বিষয়গুলোতে আমি কোন পরামর্শ দেয়ার পূর্বে বলতে চাই, তাড়াহুড়া করার প্রবণতা এবং ধৈর্যহীনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদেরকে প্রকৃত কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখে। এমন অনেক বিষয় আছে যেটা হয়তো মহান আল্লাহ্ তোমার জন্য ঐ মুহূর্তে কল্যাণকর মনে করেননি, তাই দেননি। অথচ তুমি চিন্তাও করলেনা যে, কেন আল্লাহ্ দিচ্ছেন না? বিষয়টিতে আদৌ আল্লাহ্ রাজিখুশি আছেন কি-না? উপরন্তু তুমি ভিন্ন (অবৈধ) পথ বেছে নিয়ে জোর পূর্বক তা আদায় করেই ছাড়লে। ফলাফল- তুমি এতোটাই কষ্ট পাচ্ছো যে, তোমার বর্তমান হালতের কষ্ট থেকে পূর্বের কষ্টটা নিতান্তই কম ছিল। মূলকথা হলো, আল্লাহ্ যে হালতেই আমাদের রাখেন না কেন, আসলে তা-ই আমাদের জন্য কল্যাণ ও শান্তির।

এবার উল্লিখিত বিষয়গুলোতে আমি যে পরামর্শ দিতে চাই তা হলো-

প্রথমত: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অনেক বোনই পড়াশুনা শেষ করে কিছু একটা করবে এই আশায় সময়মত বিয়ে করে না। বয়স তিরিশের কোঠা পেরিয়ে ছুঁই ছুঁই করে। যার ফলে পরবর্তিতে আর তাদের উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, এখানে সঠিক সময়ে মেয়ে বিয়ে দেয়াকে বাল্য বিবাহ বলা হয়। অন্যদিকে বাবা-মাও তাদের মেয়েকে স্বাবলম্বী করার জন্য পড়াশুনা করাতে করাতে মেয়ের বয়সের কথাটা ভুলেই যান। ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, লেখাপড়া শেষে বয়স তো বেড়েই যায় কিন্তু চাকুরী করা বা স্বাবলম্বী হওয়া সবার ভাগ্যে জোটে না।

ওদিকে বয়সের কারণে যৌবনের লাবণ্যতা হারানো মেয়েকে যুবক ছেলেরা বিয়েও করতে চায় না। বর্তমান চাহিদায় ১৮-২২ হচ্ছে মেয়েদের বিয়ের উপযুক্ত ও সঠিক বয়স। তাই সঠিক সময়ে সঠিক কাজ না করলে একটু ভোগান্তি তো পোহাতেই হবে! সুতরাং হতাশ না হয়ে বেশি বেশি ইস্তেগফার আর দু'আ করতে থাক।

দ্বিতীয়ত: বর্তমান সময়ে শির্ক, কুফর মহামারী আকার ধারণ করেছে। এগুলো এত সহজলভ্য হয়ে গেছে যে, ভাত রান্না করার চেয়েও কুফরি করা সহজ (নাউযুবিল্লাহ) ! তাই অন্যের ক্ষতি করার প্রবণতা খুবই বেড়ে গেছে। যাদু-টোনা করে বিয়ে বন্ধ করা অস্বাভাবিক কিছু না। তবে এসব নিয়ে ভয় পেলে চলবে না। যথাযথ ভাবে রুকইয়া শারইয়াহ্ করলে যাদু কেটে যাবে ইনশা-আল্লাহ্। আর যাদু কাটতে কতটা সময় লাগবে তা নির্ভর করবে তোমার নিয়্যাত, ইয়াক্বীন আর আমলের উপর। তবে হ্যাঁ, এর জন্য কোন ভন্ড ফকির বা কবিরাজের কাছে যাওয়া যাবে না। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কুফরি কালাম দিয়ে কুফুরি কাটেন। যা ঈমান নষ্টের অন্যতম কারণ। তাই জেনেশুনে নিজের ঈমান নষ্ট করা যাবে না। আরেকটা ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে, যাদু-টোনার সমস্যা না থাকলেও তোমাদের অনেকে দ্রুত বিয়ে হওয়ার জন্য কবিরাজের শরণাপন্ন হও। এসব ক্ষেত্রে তারা আমল হিসেবে কিছু অনৈসলামিক কাজ বা তাবিজ ধরিয়ে দেয়। যা কোনভাবেই শারইয়াহ্ সম্মত নয়। তাই আবারো বলছি, জেনেশুনে নিজের ঈমানকে হুমকির মুখে ফেল না প্লিজ! যে সময়টা তোমার বিয়ের জন্য উপযুক্ত, তা আল্লাহ্ তা'আলা পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছেন। এখন শুধু দরকার একটু ধৈর্য আর দু'আ।

তৃতীয়ত: কথা হচ্ছে, আমাদের এটা ভুলে গেলে চলবেনা যে, আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ব্যতিত কোন কিছুই ঘটেনা। আর তিনি সকল কিছু আমাদের মঙ্গলের জন্যই করেন বা করবেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে তোমার উপর আল্লাহ্'র রহমত নাই। তুমি অনেক কষ্টে আছ। নিজের জীবনে কোন ভালো কিছু চোখেই পড়ছে না। হতাশায় ভুগছ, কেন এমন হলো! পরবর্তিতে দেখবে যে ঐ না পাওয়াটাই তোমার জন্য কল্যাণকর ছিল।

আর যদি দুনিয়াতে এমন কিছু তোমার জন্য না ঘটে, তাহলে বুঝে নিবে রব্বুল আ'লামীন তোমার জন্য আখিরাতে এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান রেখেছেন। সুতরাং হতাশ হয়ো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। দেখবে মহান রব্ব সব কিছু সহজ

করে দিয়েছেন। এ তো গেলো ইয়াক্বীনের কথা। এবার বলি আমলের কথা। যেকোন আমল, দু'আ কবুলের পূর্বশর্ত হচ্ছে সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা। বিশেষ করে চলমান ও পূর্বেকৃত গুনাহ্'র জন্য ইস্তেগফার করা। অথচ আমাদের অবস্থা এমন যে, আমরা গুনাহও করছি সাথে সাথে আমলও করছি। তাহলে আমাদের আমল কাজে লাগবে কিভাবে বলতে পার? আবার তুমি ফরয ইবাদাত বাদ দিয়ে শুধু নফল ইবাদাত করছো, আর অনুযোগ কর বলছো, এত চাইছি, দু'আয় কান্নাকাটি করছি, তাও হচ্ছেনা। একটু ভেবে দেখ তো, সত্যিই কি তুমি চাওয়ার যোগ্য হয়ে চেয়েছ? অনেকে বলে- আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি, তাহাজ্জুদও পড়ি। আর কি করবো? তাদের বলবো, বোনরে বেশি কিছু না, তুমি লাইব্রেরী থেকে একটা "আহকামুন নিসা" কিনে ফেল। এরপর মিলিয়ে দেখ তোমার কি কি করা উচিত, আর কি কি করছ। তুমি হয়তো সালাত কাযা করছো না কিন্তু পর্দা সম্পর্কে গাফেল। অথচ **"পর্দা হচ্ছে সার্বক্ষণিক ফরয, যে ফরযের কোন কাযা নেই"**। এবার নিজেকে প্রশ্ন কর, তুমি সত্যিই কি আল্লাহ্'কে ডাকার যোগ্য হয়ে ডাকছো?

চতুর্থত: বিয়ের জন্য কাউকে নির্দিষ্ট করে না চাওয়াটাই উত্তম। কারণ আমাদের জন্য কে উত্তম তা মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না। এ প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে, "তোমরা এমন অনেক কিছুকে অপছন্দ কর, অথচ সেটা তোমার জন্য ভালো। আবার অনেক কিছুকে তোমরা পছন্দ করো, অথচ সেটা তোমাদের জন্য খারাপ।" (সূরা বাকারা ২:২১৬)। তবে আমাদের কর্তব্য হবে আল্লাহ্'র উপর তাওয়াক্কুল করে আমল করে যাওয়া।

পঞ্চমত: আলহামদুলিল্লাহ্! বিয়ের জন্য কিছু পরীক্ষিত আমল ও অজিফা আছে। তদনুযায়ী আমল করলে সফলতা আসবে ইনশা-আল্লাহ্।

> পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সালাত আদায় করার সাথে সাথে নিয়মিত তাহাজ্জুদ ও সালাতুল হাজত পড়ে আল্লাহ্'র সাহায্য চেয়ে দু'আ করতে থাক।

> বেশি বেশি ইস্তেগফার কর। কারণ **ইস্তেগফার হচ্ছে এমন এক আমল যার উছিলায় আল্লাহ্ তা'আলা রিযিক, ধন-সম্পদ, বিয়ে, সন্তান-সন্ততি প্রভৃতিতে বরকত দান করেন**। ইস্তেগফার এর মধ্যে সহজ ও উত্তম হলো:

﴿ أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ﴾

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।
অর্থ: আমি আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই তাওবা করছি। [বুখারী-৬৩০৭]

> সূরা আল কাসাসের ২৪ নং আয়াতে বর্ণিত নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি পাঠ করবে। উঠা-বসা, চলা-ফেরা যেকোন সময়েই পড়তে পারো।

رَبِّ اِنِّیۡ لِمَاۤ اَنۡزَلۡتَ اِلَیَّ مِنۡ خَیۡرٍ فَقِیۡرٌ ﴿۲۴﴾

উচ্চারণ: রব্বি ইন্নি..লিমা.. আং..ঝালতা ইলাইয়্যা মিন খইরিং.. ফাক্বীর।
অর্থ: হে আমার রব্ব! আপনি আমার প্রতি যেই কল্যাণই নাযিল করবেন আমি সেটারই মুখাপেক্ষী।

> পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর সূরা ফুরকানের ৭৪ নং আয়াত পাঠ করবে।

رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ اَزۡوَاجِنَا وَ ذُرِّیّٰتِنَا قُرَّۃَ اَعۡیُنٍ وَّ اجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِیۡنَ اِمَامًا ﴿۷۴﴾

উচ্চারণ: রব্বানা.. হাবলানা.. মিন আঝওয়াজিনা.. ওয়া যুর্রিয়্যাতিনা.. ক্বুর্রতা আ'য়ুনিউ.. ওয়াজ'আলনা.. লিলমুত্তাক্বিনা ইমা..মা..।
অর্থ: হে আমাদের রব্ব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী/স্বামী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন।

> প্রতিদিন ফজরের সালাতের পর বাম হাতের উপর ডান হাত রেখে আল্লাহ্'র **ইয়া ফাত্তাহু** ﴿ يافتاح ﴾ নামটি ৪০ বার ৪০ দিন পড়বে।

এই আমলগুলোর প্রভাব আমি নিজে দেখেছি। তাই সকল প্রকার গুনাহ্ থেকে বেঁচে আমলগুলো করতে থাক। অসীম দাতা ও দয়ালু মহান রব্বের প্রতি ভরসা রাখ। হতাশ হয়ো না। কল্যাণ তোমাকে স্পর্শ করবেই।

হে প্রিয় বোন আমার!

তুমি যদি সদ্য বিবাহিতা হয়ে থাক, তবে তোমার জন্য নাসীহাহ্।

যেখানে তুমি জন্মেছিলে। যে বাসস্থানে তুমি লালিতপালিত হয়েছো। সে বাড়ি ছেড়ে তুমি নতুন বাড়িতে যাচ্ছো। আর যাচ্ছো এমন এক পরিবেশে যার সঙ্গে তুমি মোটেও পরিচিত নও। মিলিত হবে এমন সঙ্গীদের সঙ্গে যাদের তুমি চেনো না। অতএব তুমি তোমার স্বামীর বন্ধু হয়ে যাও। সে তোমার বন্ধু হয়ে যাবে। আর যদি তুমি তার জন্য ১০টি বৈশিষ্ট্য ধারণ করো, তবে সে তোমার জন্য সঞ্চিত সম্পদ হয়ে যাবে।

প্রথম বৈশিষ্ট্য : স্বামীর সঙ্গে থাকবে অল্পে তুষ্টির সঙ্গে।
দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : জীবনযাপন করবে ইসলামসম্মত আনুগত্য ও মান্যতার ভেতর দিয়ে।
তৃতীয় বৈশিষ্ট্য : শরীরে স্বামীর নজরে পড়ার জায়গাগুলো আকর্ষণীয় করে রাখবে। তার দুই চোখ যেন তোমার অরুচিকর কিছুর প্রতি না পড়ে।
চতুর্থ বৈশিষ্ট্য : সুবাস ছাড়া তোমার দেহে কোনো দুর্গন্ধ যেন সে না পায়।
পঞ্চম বৈশিষ্ট্য : তাঁর ঘুমের সময় নিরব থাকবে। কারণ ঘুম থেকে কেঁপে ওঠা মানুষকে ক্ষেপিয়ে দেয়।
ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য : স্বামীর ক্ষুধা ও খাবারের দিকে বিশেষ নজর রাখবে। কারণ, ক্ষুধার তাপ মানুষকে রাগান্বিত করে দেয়।
সপ্তম বৈশিষ্ট্য : স্বামীর ঘর ও সম্পদের যত্ন নেবে এবং সুরক্ষিত রাখবে।
অষ্টম বৈশিষ্ট্য : স্বামীর পরিবারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।
নবম বৈশিষ্ট্য : স্বামীর কোনো দোষ খুঁজে বেরাবে না। তার কোনো দোষ প্রকাশ করলে তো তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করায় অনিরাপদ হয়ে গেলে।
দশম বৈশিষ্ট্য : স্বামীর বিষন্নতায় ভুলেও আনন্দ প্রকাশ করবে না। আবার আনন্দের সময় বিষন্নতা প্রকাশ করবে না। কারণ, প্রথমটি মনে হবে অবহেলা আর দ্বিতীয়টি হবে বিরক্তির কারণ।

সর্বোপরি পছন্দ বা অপছন্দের বিষয়ে তাঁর সন্তুষ্টিকে তোমার সন্তুষ্টির ওপর এবং তাঁর চাওয়াকে তোমার চাওয়ার ওপর অগ্রাধিকার না দিবে। মহান রব্ব তোমার সার্বিক কল্যাণ করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে দিন। আমীন।

হে প্রিয় বোন আমার!

তোমার সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য আরও কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ নাসীহাহ্।

সুখী দাম্পত্য জীবন গড়তে বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বহু বোনকে আমি নাসীহাহ্ করেছি। যে নাসীহাগুলোর অনুশীলন করলে তুমিও নিজেকে একজন দায়িত্বশীল সফল স্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে ইনশা-আল্লাহ্!

স্বামীর বিশ্বাস ভঙ্গ হয় এমন কাজ করবে না:

স্বামীর অগোচরে এমন কোন কাজ করবে না, যাতে তার বিশ্বাস ভঙ্গ হয়। বিশেষ করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করে চল। আত্মীয়তার অজুহাতে, বন্ধুত্বের অজুহাতে, সহমর্মীতা দেখানোর ছলনায় অন্য পুরুষ হয়তো তোমার সাথে কারণে-অকারণে কথা বলতে চাইবে, কাছে আসতে চাইবে, অন্যায় সুযোগ নিতে চাইবে, কিন্তু বোন তুমি স্বামীর অবর্তমানে এমন কিছুই করবে না, যা তার উপস্থিতিতে করতে না। স্বামী যেখানে যাওয়া, যাদের সাথে চলা, কথা বলা পছন্দ করে না, একান্ত প্রয়োজন না হলে সেসব এড়িয়ে চল। মনে রাখবে তোমার ইগোর (অহমিকা-অহংকার) চেয়ে দু'জনের স্বাভাবিক বিশ্বস্তপূর্ণ সম্পর্ক যথেষ্ট মূল্যবান।

স্বামীর ছোট-খাটো দোষ উপেক্ষা কর:

মেয়েদের মধ্যে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ এমন বিশ্লেষণী ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তারা চাইলে যে কোনো বিষয়েরই খুঁত খুঁজে বের করতে পারে। একজন মেয়ের স্বামী যতই তার সাথে ভালো আচরণ করুক না কেন, সে চাইলেই তার দোষ ধরতে পারবে– এই গুণ তার আছে। কিন্তু, আল্লাহ্ সর্বপ্রথম এই কাজটিই মেয়েদেরকে করতে নিষেধ করছেন। তাই একজন স্ত্রীর সবচাইতে বড় গুণ হলো স্বামীর ছোট খাটো দোষ এড়িয়ে যাওয়া, দেখেও না দেখার ভান করা, ভুলে যাওয়া। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ না করা। তুমি যদি তার মধ্যে এমন কোনও দোষ দেখ যা তোমার জন্য বিরক্তি উদ্রেগ করে, তবে তখন তুমি তার এমন কোন গুণের কথা স্মরণ কর যার জন্য তুমি তাকে ভালবাসো। তবে স্বামীর কোন দোষ যদি একান্তই সহ্য করার মতো না হয়, তবে তাকে কটাক্ষ না করে উপযুক্ত ও সুবিধাজনক সময়ে বুঝিয়ে বল, সংশোধনের জন্য অনুরোধ কর।

স্বামীর অবর্তমানে তার দোষের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করবে না:

স্বামীর অবর্তমানে মেয়েরা তার সম্মান রক্ষা করবে। তার দোষের কথা তৃতীয়

কোন মানুষের নিকট প্রকাশ করবে না এবং অন্যের সামনে স্বামীর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে না। স্বামী-স্ত্রী হচ্ছে একে অপরের পোষাক সুতরাং নিজ পোষাকের গোপন দোষ-ত্রুটি অন্যের সামনে তুলে ধরে নিজেকেই হেয় প্রতিপন্ন করার মতো বোকামী করবে না। আবার তৃতীয় পক্ষের নিকট হতে স্বামীর নিন্দা শোনায় আগ্রহী হওয়া মোটেই উচিত নয়- কারণ এতে তোমার নৈতিক অধঃপতন ঘটতে পারে।

স্বামীকে বাইরের কলুষতা থেকে রক্ষা কর:

পাঁজর যেমন হৃদপিণ্ডকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে, একজন ভালো স্ত্রীও তেমন তার স্বামীকে বাইরের কলুষতা থেকে রক্ষা করে। তোমার অবর্তমানে স্বামী কখন কোথায় যাচ্ছে তার সবটা কিন্তু তুমি জান না। এক্ষেত্রে স্ত্রীর দায়িত্ব হলো– যাদের সে দেখতে পাচ্ছে না তাদের থেকেও স্বামীকে রক্ষা করা। শয়ত্বান পরনারীকে ছেলেদের চোখে সুন্দর করে দেখায়। কাজেই, একজন স্ত্রীর দায়িত্ব হলো তার স্বামী যাতে শয়ত্বানের সাথে লড়াইয়ে বিজয়ী হয় সেজন্য তাকে সাহায্য করা। এজন্য স্বামী কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরলে তাকে স্বাগত জানানোর জন্য সেজেগুজে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হয়ে থাক। আর যখন স্বামী বুঝতে পারবে তার স্ত্রী তাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছে, তখন সে তার প্রতি আরো বেশি ভালাবাসা ও আকর্ষণ বোধ করবে। আর যখন স্বামী দেখে যে, স্ত্রী তার জন্য নিজেকে সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে না তখন ক্রমেই সে তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা হারাতে থাকে। কারণ স্ত্রীর অপরিচ্ছন্নতার সুযোগে শয়ত্বান এসে স্বামীর অন্তরের মাঝে রেকর্ড বাজাতে থাকে– আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম, সে তোমাকে ভালবাসে না!

স্বামীকে সম্মান কর এবং তার সিদ্ধান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ কর:

স্বামী দরিদ্র-অস্বচ্ছল কিংবা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসুন্দর হওয়ার কারণে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। একজন স্ত্রী তার স্বামীকে ভালবাসবে, সম্মান করবে ও তার মতামত অনুসারে কাজ করবে এটাই স্বাভাবিক (মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্'র নির্দেশিত হারাম কাজ ছাড়া)। তবে, স্বামীকে সম্মান করার অর্থ এই নয় যে, স্বামী কোন অন্যায়-অত্যাচার করলেও তা স্ত্রীকে মুখ বুঁজে মেনে নিতে হবে। সম্মান করার অর্থ এটাও নয় যে, স্ত্রী তার স্বামীর সিদ্ধান্তে দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। বরং, স্ত্রী স্বামীর সাথে ভিন্নমত পোষণ করতেই পারে, প্রয়োজনে যুক্তি সহকারে নিজের মতকে তুলে ধরবে, পরামর্শ দিবে; কিন্তু সবই

করতে হবে সম্মান ও আন্তরিকতার সাথে, কটাক্ষ বা তাচ্ছিল্যের ছলে নয়। যে কোন অবস্থায় স্বামীকে কোন গুনাহর কাজ করতে দেখলে আদবের সাথে তাকে বিরত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাও। সর্বোপরি দাম্পত্য জীবনে তৃতীয় পক্ষ নয় স্বামীর সিদ্ধান্তকেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব দাও।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভরণ-পোষণ দাবি করা হতে বিরত থাক:

সংসারের খরচ পত্রের যথাযথ হিসেব রাখা প্রত্যেক স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য। স্বামীর সাধ্যের অতিরিক্ত খরচ করে তাকে মানসিক চাপে ফেলা উচিত নয়। স্বামীর বৈধ আয়ের অর্থেই সন্তুষ্ট থাক এবং আয় বুঝে ব্যয় কর। কারণ তোমার চাপাচাপির কারণে সে অবৈধ উৎস হতে অর্থ উপার্জনে লিপ্ত হতে পারে। আর প্রতিটা অবৈধ অর্থেই থাকে কোন না কোন মানুষের অন্তরের দীর্ঘশ্বাস আর মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্'র অসন্তুষ্টি। সুতরাং আল্লাহ্'র অসন্তোষ আর মানুষের অভিশাপ নিয়ে সুখী থাকার চেষ্টা করাটা কতটুকু ফলপ্রদ একটু ভেবে দেখেছ কি? বরং স্বামীর স্বল্প আয়ের ওপর নিজেদের চাহিদা ও ব্যয়ের ব্যালেন্সড ছক তৈরী কর যা থেকে সর্বোচ্চ মানসিক প্রশান্তি বেড়িয়ে আসে।

যৌথ পরিবার হলে সবার সাথে মানিয়ে নেয়ার চেষ্টা কর:

অনেক মেয়েই যৌথ পরিবার পছন্দ করে না। তবে যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বিয়ের পর যৌথ পরিবারে থাকছে তারা মনে রাখবে মেয়েদের পক্ষে স্বামী ও শ্বশুরের ঘর হলো একটি বিরাট পরীক্ষাগার। তাই মেহেরবানী করে একটু ছাড় দিয়ে হলেও সবার সাথে মানিয়ে চলার চেষ্টা কর। বিশেষ করে তোমার স্বামীর বর্তমান অবস্থানে আসার পিছনে যাদের সময়, অর্থ, শ্রম, মেধা, স্নেহ, মায়া, মমতা আর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা জড়িত সেই শ্বশুর-শাশুড়িকে সম্মানের পাত্র মনে কর, তাদেরকে আন্তরিকভাবে ভক্তি-শ্রদ্ধা কর। কখনোই স্বামীর সামনে শাশুড়ীকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করাবে না। ঝগড়া-বিবাদ কিংবা অন্য কোনো কারণে যদি তারা মনে কষ্ট পেয়েই থাকে তো সুযোগ বুঝে ক্ষমা চেয়ে নাও।

একান্ত মূহূর্তে সপ্রতিভ থাক:

স্বামী শারীরিক সম্পর্কের জন্য ডাকলে একান্তই অসুবিধা না থাকলে আপত্তি করা উচিত নয়। স্বামী যখনই তোমার সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চাইবে, তাকে ফিরিয়ে দিবে না, এতে স্বামী খুবই কষ্ট পায়, তার মন ভেঙ্গে যায়। কারণ তোমার সাথে শারীরিক সম্পর্ক তার বৈধ পাওনা। এবার তুমিই বিবেচনা কর, তুমি তোমার

কোন নিশ্চিত বৈধ পাওনা থেকে বঞ্চিত হলে তোমার মনোকষ্ট কিরূপ হবে! তবে শারীরিক সমস্যা বা মানসিক অতৃপ্তবোধের কারণে তোমার অনীহা থাকলে তা নিজের মাঝে পুষে না রেখে খোলাখুলিভাবে স্বামীর সাথে শেয়ার কর, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হও। শারীরিক সম্পর্কে সমস্যা, এমন এক সমস্যা যা দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যে ধৈর্যধারণ করো, তৃতীয় পক্ষ ডেকে এনো না:

স্বামীর সাথে রাগারাগি, মনোমালিন্য, কথা কাটাকাটি এর যে কোনটিই ঘটুক না কেন, যে কোন সমস্যা তা হোক ছোট কিংবা বড়, দুজনের মাঝে কোন তৃতীয় পক্ষ (হতে পারে শ্বশুর-শাশুড়ি, বাবা-মা, বন্ধু-বান্ধব) ডেকে আনবে না। রাগকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য বিছানায় ঘুমানোর মতো বোকামি সিদ্ধান্ত নিবে না। শয়ত্বানের কুমন্ত্রণা যেন এই মুহূর্তে বিজয়ী হতে না পারে এজন্য প্রথমেই উযু করে রব্বে কারীমের সাহায্য চেয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। স্বাভাবিক সম্পর্কে ফিরে আসার জন্য সবরে জামিল অবলম্বন করবে আর বেশী বেশী ইস্তেগফার করতে থাকবে।

সর্বোপরি মনে রাখবে, কোনো কিছুই এমনি এমনি হয় না। চেষ্টা ছাড়া, সবর ছাড়া, শোকর ছাড়া কোন কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। একটি সুন্দর, সুখী, মধুময় দাম্পত্য জীবন গড়ার জন্য স্বামী ও স্ত্রী দু'জনকেই চেষ্টা করতে হবে, নিজের অবস্থান থেকে ছাড় দিতে হবে। নিজেদের মধ্যে ভুল-ত্রুটি হবে, মান-অভিমানও হবে, কিন্তু সেটাকে ধরে বসে থাকলে চলবে না। জীবনকে থামিয়ে না দিয়ে একে অপরের ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষা করে সুন্দর, সুখী, মধুময় দাম্পত্য জীবন গড়ার স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাও আর মৃত্যুর ওপারে যে জীবন, সে জীবনেও যেন উত্তম জুটি হিসেবে জান্নাতের নেয়ামত ভোগ করতে পারো সে লক্ষ্যে নিজেদেরকে তৈরী করে নাও। মহান রব্ব তোমাদের পরস্পরকে আরও সহনশীল হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং তোমাদের দাম্পত্য সম্পর্কের মাঝে খায়ের ও বরকত ঢেলে দিন। আমীন।

হে প্রিয় বোন আমার!

মানুষের জীবনে প্রয়োজন, কিন্তু কতটুকু প্রয়োজন? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন- "হে আদম সন্তান! তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যদি তুমি সৎকাজে খরচ কর, তাহলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তা দান না করে কুক্ষিগত করে রাখো, তাহলে তা তোমার জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে। তবে তোমাদের প্রয়োজন পরিমাণ সম্পদ জমা রাখায় কোন দোষ নেই। এজন্য তোমাকে ভৎসনাও করা হবে না। আর সর্বপ্রথম তোমার পোষ্যদের দিয়েই দান-খাইরাত করা শুরু কর। নীচের হাত হতে উপরের হাত উত্তম।" [আবু উমামা (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, সহীহ মুসলিম, হাদীস একাডেমী হা/২২৭৮, তিরমিযী হা/২৩৪৩]

হাদিসটি পড়েই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম। কয়েকবার পড়লাম হাদিসটা। তারপর অনুধাবন করার চেষ্টা করলাম এখানে কি বলা হচ্ছে। অনুধাবন করে যা বুঝলাম তা হলো- প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহ'র রাস্তার ব্যয় না করে জমিয়ে রাখলে সেটা আখিরাতের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না বরং আখিরাতে তা তিরস্কারের কারণ হবে! কি ভয়ানক কথা! আমি ভয়ে ভয়ে আমার বাসার প্রতিটি রুমের ভিতর নজর বুলিয়ে এলাম। আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। একি! রুম ভর্তি দুনিয়াবী জিনিস আর জিনিস! এই রুমের কয়টা জিনিস আমার নিত্য দরকারে লাগছে? কত জামা-কাপড়, জুতা, আসবাব যেগুলোর অনেকগুলোই না হলে চলতো! অনেকদিন পর পর ব্যবহার করা হয় অথবা প্রথমবারের পর আর হয়ত ব্যবহারই করা হয়না এরকম জিনিসও কম নয়!

এক বন্ধুর বাসায় গিয়েছিলাম। এক রুমের বাসা, একটা পর্দা দিয়ে ঐ রুমটাকেই ভাগ করা হয়েছে যেন বাইরের লোকজন আসলে ঘরের মেয়েরা পর্দার ওপাশে আড়ালে থাকতে পারে। সেদিন আমি অবাক হয়ে উপলব্ধি করেছিলাম, একটা মানুষের বেঁচে থাকতে খুব বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই! আমাদেরকে বুঝতে হবে, চাহিদা আর প্রয়োজন এক বস্তু নয়! মানুষের চাহিদা অসীম হতে পারে কিন্তু প্রয়োজন নির্দিষ্ট। এই প্রয়োজন পূরণের জন্য চাহিদাপত্র তৈরী না করে চাহিদাপত্রকেই প্রয়োজন হিসেবে মন-মগজে গেঁথে নেয়ায় আমাদের মাঝে চাওয়া পাওয়ার হতাশা পরিলক্ষিত হয়।

"প্রয়োজন" এর সংজ্ঞাটা ইসলাম কিভাবে দিয়েছে?

উসমান ইবনু আফফান (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বলেছেন: "আদম সন্তানের এই কয়টি বস্তু ছাড়া আর কোন বস্তুর অধিকার নেই। তা হলো: তার বসবাস করার জন্য একটি ঘর, লজ্জা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় এবং এক টুকরো রুটি ও পানি।" [তিরমিযী হা/২৩৪১, মিশকাত হা/৫১৮৬]

এই যদি হয় আমাদের দুনিয়াবী প্রয়োজন, তাহলে এর পিছনে এত কেন ছোটা? আসলে আমরা কি শুধুই আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাই? নাকি আরও বেশি কিছু চাই? স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ালেখা করা অনেক মুসলিমার মুখেও আজকাল শোনা যায়, ইসলাম প্রয়োজনে (?) মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করাটা সমর্থন করে। সুবহানআল্লাহ! ভালো বুঝ! তবে ঐ দ্বীনদার বোনদের কয়জন উপরের হাদীসে উল্লিখিত তিনটা জিনিস থাকার অভাবে বাইরে গিয়ে চাকরি করছে তা আমার তোমার অজানা নয়!

তবে বলছি শোন! ইসলামী শরীয়াতে মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ তথা চাকরি করা সম্পর্কে কেমনরূপে বলা আছে। সংসার চালানোর প্রয়োজনে নারী চাকরি করতে পারবে, যদি সে বিধবা, ইয়াতিম, তার দায়িত্ব নেবার মতো কেউ নেই এমন হয়, অর্থাৎ যার ঘরে ইনকাম সোর্স নেই। মুসলিম বোনদের খিদমতের প্রয়োজনে নারী ডাক্তার, নারী শিক্ষিকা, নারী নার্স, নারী টেইলার্স দরকার আছে!! তবে দেখা জরুরি তারা শারয়ী নিয়মে মাঠে নামছেন কিনা!! কারণ চাকরির খাতিরে ঘর থেকে বের হতে কিছু শরয়ী নিয়ম ও শর্ত রয়েছে। নিয়ম ও শর্তগুলো মেনে চললে নারীর জন্য ঘর থেকে বের হওয়া জায়েয হবে; অন্যথায় নয়। যেমন,

–যদি সত্যিকার অর্থেই তার চাকরি করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তার জন্য চাকরি করা জায়েয হবে।

–চাকরিটা তার দৈহিক, মানসিক স্বভাব ও রুচির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। যেমন, ডাক্তারি, নার্সিং, শিক্ষা, সেলাই কিংবা এ জাতীয় পেশা।

–কর্মক্ষেত্রে পর্দার পরিপূর্ণ পরিবেশ থাকতে হবে।

–চাকরির কারণে গায়রে মাহরাম পুরুষের সঙ্গে যাতে সফর করতে না হয়।

–কর্মক্ষেত্রে আসা-যাওয়ার পথে যাতে কোন হারাম কাজ করতে না হয়। যেমন, ড্রাইভারের সঙ্গে একাকী যাওয়া, পারফিউম ব্যবহার করা ইত্যাদি।

প্রিয় বোন আমার! আজকালের **'ক্যারিয়ার বিলাসী'** মডারেট মুসলিমাদের মতো হয়ো না। তারা **'ক্যারিয়ার ওম্যান'**-এর উদাহরণ হিসেবে আম্মাজান খাদিজাতু রাযিআল্লাহু আনহুমা'র উদাহরণ দেয়। বলে, তিনি আন্ট্রাপ্রনোর (Entrepreneur) ছিলেন, সিইও (CEO) ছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। আম্মাজান খাদিজা রাযিআল্লাহু আনহুমা'র উদাহরণ আজকের যুগে নারীর ক্যারিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে আদৌ প্রযোজ্য কি না সেটা কিন্তু তারা একবারও আলোচনা আনেন না। উম্মাতের মা হওয়ার কারণে যদি উনার প্রসঙ্গ আনা হয়, তবে প্রশ্ন থাকে, তিনি ছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর মোট ১০ জন স্ত্রী ছিলেন। ঐ ১০ জন তো ঘরেই অবস্থান করেছেন, না তারা ব্যবসা করেছেন, আর না চাকরি! তবে কেন ১০ জনকে ছেড়ে ১ জনের উদাহরণকে এতো শক্ত করে আকড়ে ধরা?

আজকালের মডারেট প্রগতিশীল মুসলিমারা আলেমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলেন, **"খাদিজা (রাযিআল্লাহু আনহুমা) তো ব্যবসায়ী ছিলেন! দেশ বিদেশে ব্যবসা পরিচালনা করতেন। এরপরও আপনারা মেয়েদের ঘরে আটকে রাখতে চান?! কিসের ভিত্তিতে মেয়েদের ক্যারিয়ার গড়ায় বাঁধা দেন?!"**

এর জবাব হলো- আম্মাজান খাদিজাতুল কুবরা রাযিআল্লাহু আনহুমা ব্যবসায়ী ছিলেন সত্য! কিন্তু তাঁর ব্যবসায় আসার কারণ ও ব্যবসার ধরণ কেমন ছিলো তা কি মডারেট মুসলিমারা জানেন? সম্ভবত জানেন না।

আম্মাজান খাদীজা রাযিআল্লাহু আনহুমা'র পিতা খুওয়াইলিদ যখন শয্যাগত, মৃত্যু যখন নিকটবর্তী, তখন তাঁর পিতা নিজের ব্যবসার হাল তাঁর হাতে ছেড়ে দেন। তবে এর পিছে আরও একটা কারণ ছিল- খাদীজা (রাযিআল্লাহু আনহুমা) ইতোমধ্যে দুই-দুইবার স্বামীহারা হয়েছেন। স্বামী হারানোর বেদনায় গভীর মনোকষ্টে থাকা মেয়েকে ব্যবসা সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হলে সহজেই সে তাঁর দুঃখ-বেদনা ভুলে থাকতে পারবে, এই ভেবেই তাঁর পিতা তাঁর হাতে ব্যবসার দায়িত্ব তুলে দেন।

সুতরাং, বোঝা-ই যাচ্ছে, খাদীজা (রাযিআল্লাহু আনহুমা) 'শখের বশে' কিংবা ক্যারিয়ার গড়ার চিন্তায় ব্যবসায় নামেন নি। ব্যবসা না করলে সমাজে তিনি মূল্যহীন হয়ে পড়বেন- এমন ধারণা নিয়েও ব্যবসায় নামেন নি। নেমেছিলেন পিতার অনুপস্থিতিতে তার ব্যবসা সামাল দেয়ার জন্য এবং নিজের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকার জন্য।

এরপরও কথা থেকে যায়, আম্মাজান খাদীজা (রাযিআল্লাহু আনহুমা) কিন্তু নিজে গায়ে-গতরে খেটে ব্যাবসা করতেন না। আমাদের মডারেট মুসলিমারা যেমন বাসা থেকে সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে কর্মক্ষেত্রে যান তেমনটা না। তিনি ছিলেন পর্দানশীন, সম্ভ্রান্ত নারী। তিনি ঘরেই থাকতেন। নিজ বাড়িতে অবস্থান করে মক্কার বাইরে শাম, সিরিয়া, বসরা, ইয়েমেন প্রভৃতি অঞ্চলে বাণিজ্য কাফেলা পাঠাতেন! সেই কাফেলা পরিচালনা করতো তার কর্মচারীরা!

তাঁর বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি সরাসরি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণকার্য পরিচালনার জন্য বিশ্বস্ত কাউকে নিয়োগ দিতেন। এরকম এক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)কে বহির্বিশ্বের বাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য নিয়োগ দেন খাদীজা (রাযিআল্লাহু আনহুমা)। এটা ছিলো হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)এর সাথে বিয়ের পূর্বে ও কিছুসময়কাল পরের ঘটনা! পরবর্তীতে হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) ব্যবসার দায়িত্ব ভার নিলে আম্মাজান খাদিজা (রাযিআল্লাহু আনহুমা) সন্তান লালন-পালন ও সংসারে মনোনিবেশ করেন। সুবহানআল্লাহ!

সুতরাং, "খাদীজা (রাযিআল্লাহু আনহুমা) যখন ব্যবসা করেছেন তখন আমরা চাকরি করলে দোষ কোথায়"- এহেন কথা যারা বলে বেড়ান তারা একটু চিন্তা করে দেখবেন, আপনাদের 'ক্যারিয়ার' চিন্তা এবং আম্মাজান খাদীজা (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর ক্যারিয়ার এক কিনা! আপনাদের মধ্যে না আছে পর্দাশীলতার বোধ আর না আছে আপনাদের পুরুষ অভিভাবকদের গাইরতবোধ!

আরো কথা থেকে যায়, আম্মাজান খাদিজা (রাযিআল্লাহু আনহুমা) সম্পদশালী ব্যবসায়ী নারী হওয়ার পরও তাঁর স্বামী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ)কে কতটা শ্রদ্ধা করতেন, সম্মান করতেন, ভালোবাসতেন, সাপোর্ট দিতেন, কতটা চক্ষু শীতলকারী প্রিয়তমা স্ত্রী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন তিনি স্বামীর কাছে তা কিন্তু মডারেট প্রগতিশীল মুসলিমারা দেখেন না, জানেন না, জানতেও চান না, মানতেও চান না। তিনি নারী হয়েও ব্যবসা করতেন, সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ছিলেন, খালি এই তথ্যটাই তারা মানেন! কি আজব আমাদের এই মডারেট বোনেরা!!

প্রিয় বোন আমার! "**হিজাব করে মহিলারা পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারবে**" –এটি একটি বহুল প্রচলিত শয়তানি ধোঁকা।

সাথে আছে সেই পুরনো উক্তি "**মেয়েরা কি পড়াশোনা করছে ঘরে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকার জন্য?**", "**হিজাব করে মেয়েরা কেন বাহিরে কাজ করতে পারবে না?**" ইত্যাদি ইত্যাদি।

অবশ্যই নারী ডাক্তার, নারী নার্স, নারী শিক্ষক, নারী টেইলার্স প্রয়োজন আছে নারীদের জন্যই। এজন্য নারী শিক্ষার অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের সিস্টেমটা এমন যে নারী সারাজীবন শিক্ষা অর্জন করার পর তাকে এমন পরিবেশে চাকরি করতে যেতে হয়, যে পরিবেশকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। যেখানে পুরুষ সহকর্মীর পাশে বসে কাজ করতে হয় ওই পরিবেশে হিজাব করে চাকরি করার কথা বলা খোঁড়া যুক্তি ছাড়া কিছুই না। এসব যুক্তিতে ভর করে চলা নারীরা হয়তো হিজাবের সংজ্ঞা বুঝেন না, আর না হয় শয়তানের নূরাণী ধোঁকায় আক্রান্ত।

প্রিয় বোন আমার! একজন মা খুব ভালো করেই জানেন, তার অনুপস্থিতিতে তার বাচ্চাকে কাজের মেয়ে বা বুয়া কিভাবে লালনপালন করবে? অথচ তথাকথিত ক্যারিয়ারের দোহাই দিয়ে এখনকার কিছু মুসলিমাহ মায়েরা তাদের সন্তানদের দেখাশোনা করার পরিবর্তে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিস করে তার ক্যারিয়ারের মর্যাদা(?) রক্ষা করে। অথচ তার স্বামীর ইনকাম দিয়ে তাদের সংসার খুব ভালো করেই চলে যায়। কয়েকটা টাকা রোজগারের জন্য সন্তানকে কাজের লোকের কাছে ফেলে রেখে বাহিরে কাজ করতে যাওয়ার মাশুল তাকে একদিন গুনতেই হয়। অথচ আমাদের প্রতিযোগিতা করা উচিত ছিলো, আখিরাতে জান্নাত পাওয়ার জন্য, দুনিয়ায় রং তামাশার জন্য নয়! কোনভাবেই নয়! কখনোই নয়!! আগেই বলেছি "প্রয়োজন" আর "চাহিদা" এক জিনিস নয়। আর প্রয়োজন পূরনের জন্য নারীর বাবা বা স্বামীই যথেষ্ট !

প্রিয় বোন আমার! ইসলাম বলে- নারীর ক্যারিয়ার তার ঘরে, বাহিরে নয়। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর হাদীস, সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহু)দের দৃষ্টান্ত, উলামাদের বক্তব্য ১৪০০ বছর ধরে সুবিদিত। কোন সত্যপন্থী আলেম নারীদের ঘরের বাহিরে কাজ করার ব্যাপারে অনুমতিজ্ঞাপক ফাতাওয়া দেননি।

প্রিয় বোন আমার! সেক্যুলারদের কথা বাদই দিলাম, অনেক প্র্যাক্টিসিং মুসলিমাহ দাবিদাররাও নিজেদেরকে ক্যারিয়ারিস্ট ছাড়া যেন ভাবতেই পারেন

না। ক্যারিয়ার গড়তে হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, হেন করতে হবে, তেন করতে হবে কতো যুক্তি তাদের। মুসলিম নারীদের ক্যারিয়ার তার ঘরে, বাহিরে নয়। এটাই ইসলামের দাবি। কারো মানতে ইচ্ছা হলে মানুক, ইচ্ছা না হলে মানবে না। হাশরের ময়দানেই বুঝা যাবে আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে নিজের যুক্তি দিয়ে ইসলাম বুঝার ফল। আল্লাহ্ সবাইকে সহিহ বুঝ দান করুক।

আর একটা কথা! ক্যারিয়ারের চক্করে পড়ে থাকা মুসলিমাদের দেখে স্বামী, সন্তান, সংসার সামলানো মেয়েদের প্রজেক্ট লস এমন ভাববার প্রয়োজন-ই নেই! তারা যে কতটা সম্মানিত এটা পুরোপুরি আমাদের ধারণার বাইরে। আলহামদুলিল্লাহ!! অনেক চেষ্টা করলেও ক্যারিয়ারিস্টরা তাদের মতো **'ঘরের রাণী'** হতে পারবে না!!

প্রিয় বোন আমার! আম্মাজান আয়িশাহ্ রাযিআল্লাহু আনহুমা বলতেন "আল্লাহ্'র কসম! রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর ঘরটায় বিলাসিতার কিচ্ছু ছিলো না। কিন্তু সুখ আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ ছিলো পুরো বাড়ির প্রতিটা কোণা।"

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)এর কলিজার টুকরা কন্যা ফাতিমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হাতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল যব পিষতে পিষতে, অথচ তিনি হলেন জান্নাতের নারীদের সর্দারনী। আমাদের অভাব কি এর চেয়েও বেশি? রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)এত অভাব থাকার পরও তো তাঁর স্ত্রী-কন্যাদের বাইরে গিয়ে কাজ করতে বলেননি! সত্য কথা হচ্ছে, আমাদের চাওয়াটা শুধু থাকা-খাওয়া-পরার চাওয়া না। আমাদের ক্ষুধা যত না পেটে তারও বেশী চোঁখে, নফসে।

এক রুম তো নয়ই, দুই রুমের বাসাতেও আমাদের চলে না। ড্রইং, ডাইনিং বাদেও কয়েক রুম থাকা লাগবে। নিত্য নতুন আসবাবে সাজানো সংসার লাগবে। কয়েক পদের ভর্তা আর তরকারি ছাড়া আমাদের রুচি আসে না। মাছ-গোশত-সবজি-ডাল-ডিম-দুধ সবই আমাদের নিত্যদিনের খাবারের মেনুতে থাকতে হবে। মাঝে মাঝে স্বামী-সন্তানদের নিয়ে একটু দামী রেস্টুরেন্টে, কেএফসি, পিৎজা-হাটে খেতে যেতে না পারলে ব্যাকডেটেড মনে হয়। এন্ড্রয়েড ফোন না হলে আমাদের চলেই না। এনালগ জীবনকে ডিজিটালাইজড করতে ঘরে ট্যাব-ল্যাপটপও থাকা চাই!

আল্লাহ্'র অশেষ করুণায় হিদায়াত পেয়ে জেনারেল শিক্ষিতদের মাঝে আমরা যারা দ্বীনের পথে চলতে শুরু করেছি, তারা একটু নিজেদের ওয়্যারড্রোব আর আলমিরাটা খুলে দেখি তো, কতগুলো কাপড়-চোপড়

আছে আমাদের? ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনের, কালারের বোরকা, স্কার্ফ, খিমার, কাফতান, ফ্রক আবায়া, গাউন আবায়া, বাটারফ্লাই আবায়া, মোটকথা নিত্যনতুন ফ্যাশনের সবগুলোই কালেকশনে থাকা চাই! আমাদের একেকজনের বিয়েতে আমরা কি এলাহী কান্ডটাই না করি! পাত্র পক্ষের কাছে কনে পক্ষের ডিমান্ডের কথা একবার ভাবুন। নামাজী, দাড়িওয়ালা, টাখনুর উপর প্যান্ট-পায়জামা, সাথে হাই স্যালারির জব, সাজানো গোছানো ফ্ল্যাট, রুমের সাথে অ্যাটাচড বাথ, প্রাইভেট গাড়ি হলে আরো ভালো। ৫-১০-২০ লাখ টাকা দেন-মোহর। বিয়ে ঠিক হলে চার-পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান, শাড়ি-অলংকার থেকে শুরু করে গাড়ি সাজানো, বাসর ঘর সাজানো কিচ্ছু বাদ রাখি না! কেউতো আবার সুন্নাহ্ অনুসরণে মাসজিদে বিয়েটা সারলেও উইডিং রিসিপশন আর ওয়ালিমা করেন কমিউনিটি সেন্টারের শতভাগ বেপর্দা পরিবেশে। নব্য জাহিলি উৎসবের সাগরে ডুব দিয়ে আমরা নিজেদেরকে দ্বীনদার সুন্নাতি আমলদার ভাবি। আবার কেউ কেউ এসব সাথে নিয়েই আল্লাহ্'র দ্বীন কায়েমের স্বপ্ন দেখি, শাহাদাতও লাভ করতে চাই, জান্নাতও পেতে চাই। দ্বীনের সাথে কি নির্মম উপহাস! ওয়াল্লাহি, এইসব আমার নিজের মনগড়া কথা না।

আম্মাজান আয়িশাহ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, মুহাম্মাদ (ﷺ)এর ইন্তিকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর পরিবার কোনদিন একটানা দু'দিন পেট ভরে যবের রুটিও খেতে পায়নি। [বুখারী হা/৫৪১৬, মুসলিম হা/২৯৭০]

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে দেখেছি, দিনভর তাঁর নাড়িভুঁড়ি পেঁচিয়ে থাকত, অথচ তাঁর পেটে দেয়ার মত নিকৃষ্ট খেজুরও জুটতো না। [মুসলিম হা/২৯৭৮]

অথচ আমাদের বিলাসী জীবনের চাহিদা এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে, কবরের মাটি ছাড়া সে ক্ষুধা যেন মেটার নয়! মহান রব্ব আল্লাহ্ তাইতো বলেছেন- "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও।" (সূরা আত-তাকাসুর ১০২:১,২)

আল্লাহ্'র রাসূল (ﷺ)ও এমনটিই বলেছেন-

আমর ইবনু আওফ আনসারী (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেন, "আল্লাহ্'র শপথ! আমি তোমাদের জন্য দারিদ্রতার ভয় করছি না,

বরং এই ভয় করছি যে, দুনিয়ার প্রাচুর্য তোমাদের সামনে প্রসারিত করা হবে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের জন্য যেমন প্রসারিত করা হয়েছিল। তারপর তারা যেমন লালসা ও মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, তোমরাও তেমন লালসাগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং এই দুনিয়াবী প্রাচুর্য তাদেরকে যেমন ধ্বংস করেছে, তেমনি তোমাদেরকেও ধ্বংস করবে।" [বুখারী হা/৩১৫৮, মুসলিম হা/২৯৬১]

উসামাহ ইবনু যায়িদ (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, "আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই নিঃস্ব-দরিদ্র; অথচ সম্পদশালীদেরকে আটকে রাখা হয়েছে (জান্নাতে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না)।" [বুখারী হা/৫১৯৬, মুসলিম হা/২৭৩৬]

আমাদের অনুসরণীয় মানুষদের দুনিয়াবিমুখ জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই কেউ কেউ ধনী সাহাবা রাযিআল্লাহু আনহুদের কথা বলা শুরু করে। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ধনী হওয়া কি তাহলে পাপ? উসমান বিন আফফান (রাযিআল্লাহু আনহু), খাব্বাব বিন আরাত (রাযিআল্লাহু আনহু), আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিআল্লাহু আনহু) তো ধনী ছিলেন! এই কথা বলে যারা বিলাসিতাকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা করেন, তাদের জন্য নিচের হাদিসগুলো-

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রাযিআল্লাহু আনহু)এর সামনে ইফতারের সময় খাদ্য পরিবেশন করা হল। তিনি বললেন- 'মুস'আব ইবনে উমাইর (রাযিআল্লাহু আনহু) শহীদ হয়েছেন এবং তিনি আমার চাইতেও ভাল লোক ছিলেন। তাঁকে কাফন দেয়ার মত একটি চাদর ছাড়া কোন কাপড়ের ব্যবস্থাই ছিল না। তা দিয়ে তাঁর মাথা আবৃত হলে পা দু'টি অনাবৃত হয়ে যেত এবং পা আবৃত হলে তাঁর মাথা অনাবৃত হয়ে যেত। তারপর আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুনিয়ার সম্পদ দেয়া হল। ফলে আমরা আতংকিত হয়ে পড়লাম যে, আমাদের সৎ কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দেয়া হচ্ছে নাকি।' তারপর তিনি কেঁদে ফেললেন, এমনকি খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিলেন। [বুখারী হা/১২৭৫]

খাব্বাব বিন আরাত (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীসে আরেকটু যোগ করে বলা হয়েছে- "এখন আমাদের কারো কারো অবস্থা এমন যে, তার ফল পেকে আছে এবং তিনি তা কেটে ভোগ করছেন (অর্থাৎ ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাপন করছেন)"। [বুখারী হা/১২৭৬, মুসলিম হা/৯৪০]

উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষগুলো সম্পদশালী হওয়ার কারণে সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন এই ভেবে যে, তাদের সমস্ত আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিনা। অথচ আমরা উম্মতের তুচ্ছ কিছু মানুষ সম্পদশালী হওয়ার ব্যাপারে কোন আতংক অনুভব করি না।

উল্টো সম্পদশালী সাহাবী রাযিআল্লাহু আনহুদের উদাহরণ টেনে আমাদের ভোগ-বিলাসিতাকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু সম্পদশালী হয়েও আল্লাহ্'র রাসূলের সাহাবীরা যে সেই সম্পদ ভোগবিলাসে ব্যয় করতেন না উপরন্তু সারাক্ষণ ফিকির করতেন কিভাবে আল্লাহ্'র দেয়া সেই সম্পদ আল্লাহ্'র রাস্তায় দান-সাদাকাহ করে দায় মুক্ত হওয়া যায়, সেই মহৎ দিকটা আমরা সচেতনভাবেই এড়িয়ে যাই!

আসমা বিনতে আবু বকরের পুত্র আব্দুল্লাহ্ বলেন, "আমি আমার মা আসমা ও খালা আয়িশাহ থেকে অধিক দানশীলা কোন নারী দেখিনি। তবে তাঁদের দু'জনের দান প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য ছিল। আমার খালা আয়িশা'র স্বভাব ছিল, প্রথমতঃ তিনি বিভিন্ন জিনিস একত্র করতেন। যখন দেখতেন যে, যথেষ্ট পরিমাণ জমা হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ করে একদিন তা সবই গরীব মিসকীনদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। কিন্তু আমার মা'র স্বভাব ছিল ভিন্নরূপ। তিনি আগামীকাল পর্যন্ত কোন জিনিস নিজের কাছে জমা করে রাখতেন না।"

এই দুনিয়াবিমুখ জীবন-যাপনের কারণেই পূর্ববর্তী যামানার মুসলিমরা আল্লাহ্'র দ্বীনকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। আর আল্লাহ্'র রাসূলও (ﷺ) মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে সাদামাটা সাধারণ অনাড়ম্বর জীবনের কথাই বলেছেন। [তিরমিজী হা/৫০৮৬]

হে আমার প্রিয় বোন! তোমার এক দ্বীনি ভাইয়ের এই আত্ম-উপলব্ধিটা বাস্তবতা দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর। কারণ আমরা সবাই আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে চাই! কিন্তু আমরা অধিকাংশই ভুলে যাই যে, আল্লাহ্'র আরশের ছায়ায় স্থান করে নেয়া বান্দা-বান্দিরা আর দশটা সাধারণ মুসলিমের মত নয়! তাদের জীবন হবে অনুকরণীয়! হ্যাঁ, একদম সালাফদের জীন্দেগী! আমরা স্বচ্ছলতাকে ভোগ-বিলাসিতায় পরিণত হতে দিতে পারি না। বান্দা হিসেবে বেঁচে থাকতে যতটুকু স্বাভাবিক "প্রয়োজন" এর বেশি কিছু আমরা কখনোই কামনা করবো না, এর পিছে সময় এবং শ্রমও দিবো না। আমরা দুনিয়ার চাহিদার মোকাবিলায় আখিরাতকে প্রাধান্য দিব। আমাদের

“প্রকৃত প্রয়োজন” হবে দুনিয়ার জীবনের ঐ আমল, যা আমাদের প্রকৃত ভবিষ্যত জান্নাত লাভে সাহায্য করবে। তবে আমরা যদি প্রকৃতই আল্লাহ্ ওয়ালাদের মতো দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি ভালবাসাকে পায়ে মাড়িয়ে যাই তখনই আমরা আল্লাহ্’র যোগ্য বান্দাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারব যাদেরকে আল্লাহ্ মহামুসিবতের দিনে আরশের ছায়ায় জায়গা করে দিবেন।

পরিশেষে একমাত্র অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ আল্লাহ্’র রাসূল মুহাম্মাদ (ﷺ)এর কথা দিয়ে এ অধ্যায়টির ইতি টানছি-

একদিন তিনি সাহাবীদের কাছে দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন- “তোমরা কি শুনছো না! তোমরা কি শুনছো না? বিলাস-বাসনা ত্যাগ করা ঈমানের লক্ষণ, অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা ঈমানের নিদর্শন”। [আবু দাউদ হা/৪১৬১, ইবনে মাজাহ হা/৪১১৮]

হে আমার প্রিয় বোন আমার!

একজন মুসলিম নারীর সফলতা কোথায়? একজন মুসলিম নারীর সফলতার পূর্বশর্ত তাকে ভালো মুসলিমাহ্ হতে হবে। আর এজন্য আদর্শ হিসেবে অবশ্যই আরেক মুসলিমাহকেই বেছে নিতে হবে। তথাকথিত Feminist হয়ে নিজের দুনিয়া ও আখিরাত দুটোই বরবাদ করার Risk কেন নিবে?

আমাদের বর্তমান মডারেট মুসলিমা দাবীদার নারীদের অধিকাংশই আজকে ইসলামের আদর্শ থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে পড়ে আছে। উনারা পড়াশুনা কমপ্লিট করার অজুহাতে বিবাহের মত প্রয়োজনীয় ইবাদত পালন করতে বিলম্ব করছেন। অথচ নৈতিকতাহীন বাস্তবতা বিবর্জিত জেনারেল শিক্ষার সার্টিফিকেট, যা মানুষকে জ্ঞানে গুণে সমৃদ্ধ করে না এবং চাকরি ছাড়া ঐ কষ্টার্জিত সার্টিফিকেটের শিক্ষা যে মূল্যহীন তা নিশ্চিত জানার পরও তার পিছনে জীবনের সবচেয়ে উর্বর সময়টা ব্যয় করতে দ্বিধান্বিত হচ্ছেন না! শিক্ষা জীবন শেষে যদিওবা বিয়ে করছেন, তথাপিও নির্বিঘ্নে নির্ঝঞ্ঝাটে চাকরি করার জন্য উপযুক্ত বয়সে বাচ্চা নেয়ার পরিবর্তে জন্ম-বিরতিকরণ পিল ব্যবহার করছেন! সামান্য কটা টাকার জন্য চাকরি করে মা হবার মর্যাদাকে আমাদের বোনেরা এতো সহজে উপেক্ষা করে যাচ্ছেন।

ক্যারিয়ার ডেভেলপ নিশ্চিত করতে আজ তারা স্বামীর সাথে কোয়ালিটি টাইম পাস করার মতো ফুসরতটুকু পর্যন্ত পাচ্ছে না! দুধের বাচ্চাকে আয়া-বুয়া কিংবা নানী-দাদীর কাছে রেখে পরের ঘরে (অফিসে) কাজ করাটাতেই যেন তার সফলতা। সদ্য হাঁটতে শেখা বাচ্চাটা হাঁটতে গিয়ে হোচট খেয়ে মায়ের মিষ্টি আদরে ব্যথা ভুলবে সে সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করে সন্ধায় এক প্যাকেট চিপস নিয়ে বাড়ী ফিরে সন্তানের প্রতি মায়ের মমত্ব আর টান প্রকাশ করে চলেছেন অনেক কর্মজীবী মা। নিজের ঘরের কাজ করাকে মূল্যহীন মনে করছেন অথচ পরের কাজ করে দুটো পয়সা ইনকাম হলেই নাকি তার মেধার চরম মূল্যায়ন হচ্ছে!

মডারেট মুসলিমারা বলবে, খাদিজা (রাযিআল্লাহু আনহুমা) তো বিজনেস আইকন ছিলেন, অথচ ভুলে যাবে, খাদিজা (রাযিআল্লাহু আনহুমা) ব্যবসা করার জন্য বাড়ির বাইরে পা রাখেন নি। তারা ভুলে যেতে চায়, খাদিজা,

মারইয়াম, আসিয়া, ফাতিমা (রাযিআল্লাহু আনহুমা)দের জীবন পরপুরুষদের লোভনীয় দৃষ্টির আওতামুক্ত ছিলো।

তাদের অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিলো তারা নিজ ঘরে থেকেই পৃথিবীর বুকে আইকন হয়েছেন। তারা আইকন হয়েছেন আদর্শ মমতাময়ী মা, স্বামীর চক্ষু শীতলকারী স্ত্রী এবং মহান রব্ব আল্লাহ্'র একান্ত শোকরগুজারকারিনী আবিদা হিসেবে। তথাকথিত কর্পোরেট দাস হিসেবে তারা নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠা করে তারা এই সম্মান অর্জন করেন নি!

হায়! কোথায় মারইয়াম, কোথায় খাদিজা, কোথায় ফাতিমা (রাযিআল্লাহু আনহুমা)গণ আর কোথায় আমাদের মডারেট বোনেরা! তুমি যখনই নারীদের পড়াশুনার গুরুত্ব ও তার অর্জিত মেধা প্রয়োগের ইসলামী ক্ষেত্র দেখিয়ে দিবে অমনিই তারা তোর প্রতি ধেয়ে আসবে। পারলে জায়গাতেই কথার বানে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে।

সুতরাং আমাদের নিজ ঘর থেকেই ভবিষ্যৎ মারইয়াম, ফাতিমা, খাদিজা, আসিয়া (রাযিআল্লাহু আনহুমা) তৈরীর কাজ শুরু করতে হবে। তবেই আমাদের মুসলিমাহ্ মায়েদের গর্ভ থেকে আবু বকর (রাযিআল্লাহু আনহু)এর মতো সত্যবাদী, উসমান (রাযিআল্লাহু আনহু)এর মতো লজ্জাশীল, উমার (রাযিআল্লাহু আনহু)এর মতো ইনসাফওয়ালা আর আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)এর মতো অকুতোভয় বীর জন্ম নিবে। যারা ভবিষ্যতে ইসলামের সেই হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করে পৃথিবীতে শান্তি আর কল্যাণের সুবাতাস বইয়ে দিবে।

হে প্রিয় বোন আমার!

গোপনে করা পাপ প্রকাশ করো না, বরং তাওবাহ করে নাও। আল্লাহ্'র রাসুল (ﷺ) বলেছেন- "আমার সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয় এ বড়ই ধৃষ্টতা যে, কোন ব্যক্তি রাতে অপরাধ করল যা আল্লাহ্ গোপন রাখলেন। কিন্তু সে ভোর হলে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন এমন কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করল যে, আল্লাহ্ তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন, আর সে ভোরে উঠে তার উপর আল্লাহ্'র দেয়া আবরণ খুলে ফেলল।" [সহীহ বুখারি তাওহীদ পাবলিকেশন, হা/৬০৬৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন হা/৫৫৩০, মিশকাত হা/৪৮৩০]

আরেকটা বর্ণনায় এসেছে- মহান আল্লাহ্ হাশরের ময়দানে ফেরেশতাদের বলবেন যাও আমার অমুক অমুক বান্দাকে ডেকে নিয়ে আসো। ফেরেশতাগণ বান্দাদেরকে নিয়ে এসে মহান আল্লাহ্'র সামনে দাঁড় করিয়ে দিবেন। মহান আল্লাহ্ বান্দাদেরকে বলবেন, হে আমার বান্দা! আমার কাছে এসো। বান্দা মহান আল্লাহ্'র কাছে এসে দাঁড়াবে মহান আল্লাহ্ বান্দাকে আরো কাছে ডাকবেন। বান্দা মহান আল্লাহ্'র আরো কাছে যেয়ে দাঁড়াবে। এভাবে বান্দা মহান আল্লাহ্'র এতো কাছে চলে যাবে যে সে নূর দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে যাবে। মহান আল্লাহ্ এবং তার মাঝে শুধু একটা পর্দা থাকবে। কোন ফেরেশতা তাকে আর দেখতেও পাবে না, শুনতেও পাবে না মহান আল্লাহ্ এবং বান্দার কথোপকথন।

শুধু মহান আল্লাহ্ আর তাঁর বান্দাহ্!

মহান আল্লাহ্ তাঁর বান্দাকে বলবেন, "ইয়া আব্‌দি, দেখ তোমার আমলনামা, তুমি নিজেই দেখ পৃথিবীতে কি করে এসেছো তুমি"।

বান্দা তার আমলনামায় চোখ বুলাবে- শুধু পাপ আর পাপ, রাশি রাশি পাপ।

মহান আল্লাহ্ বলবেন, "ইয়া আব্‌দি, তুমি কি জানতে না তুমি গোপনে যে কাজ কর আমি সেটাও দেখতে পাই? তুমি কি জানতে না একদিন তোমাকে আমার সামনে দাঁড়াতে হবে? তুমি কি জানতে না একদিন আমি তোমার সব কাজের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করব?"

বান্দা উত্তর দিবে, "ইয়া রব্ব! আমি জানতাম, জানতাম... আমি জানতাম"।

মহান আল্লাহ্ বলবেন, "তাহলে কেন তুমি এই কাজগুলো করেছিলে? কেন" ?

বান্দা উত্তর দিবে, "ইয়া রব্ব! আপনার সামনে ঐসব পাপের বোঝা নিয়ে দাঁড়ানো আমার বিচার করার চেয়ে আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা আপনার জন্য অনেক সহজ"।

মহান আল্লাহ্ বলবেন, "পাতা উল্টাও বান্দা, পরের পৃষ্ঠায় যাও"।

বান্দা পরের পাতায় যেয়ে দেখবে পুরোটাই আগের চেয়েও জঘন্য গুনাহ্ দ্বারা পরিপূর্ণ। এভাবে সে পুরো আমলনামার পাতা উল্টিয়ে ফেলবে। প্রত্যেকটি পাতাতেই আগের পাতার চেয়ে আরো বেশী, আরো জঘন্য গুনাহ্ দেখতে পাবে সে। বান্দা প্রচন্ড মন খারাপ করে ফেলবে। প্রচন্ড হতাশ হয়ে সে ভাববে– আমাকে মহান আল্লাহ্ নিশ্চয়ই এখন জাহান্নামের আগুনের গর্তে ফেলে দিবেন। আমি তো ভালো আমলও করেছিলাম, কিন্তু সেগুলো আমার কাজে আসলো কই? আমার পাপই আমাকে ধ্বংস করে ছাড়লো!

মহান আল্লাহ্ বান্দাকে বলবেন, "ইয়া আব্‌দি! তুমি কেন তোমার পাপকাজগুলো গোপন করে রেখেছিলে দুনিয়ার জীবনে"?

বান্দা জবাব দেবে, "ইয়া রব্ব! আমি আমার পাপগুলো নিয়ে লজ্জিত ছিলাম"।

মহান আল্লাহ্ বলবেন, "তুমি কি দেখনি পৃথিবীতে আমি তোমার পাপগুলো মানুষের নিকট থেকে গোপন করে রেখেছিলাম? এটা ছিল তোমার প্রতি আমার রহমত। আজকেও আমি তোমার পাপগুলো মানুষের নিকট থেকে গোপন করে রাখবো"।

অন্য একটা বর্ণনায় এসেছে- মহান আল্লাহ্ বলবেন, "দুনিয়াতে তুমি তোমার মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন করে রাখতে, তাই আজকে আমিও তোমার দোষ গোপন করে রাখব"।

মহান আল্লাহ্ বান্দাকে বলবেন, "এবার আমলনামার পাতা উল্টাও"।

আমলনামা খুলতেই বান্দার চোখ কপালে উঠে যাবে। পুরো আমলনামা জুড়েই শুধু ভালো ভালো কাজ। পাপকাজগুলোর টিকিরও খোঁজ নেই।

ফেরেশতারাও জানবে না যে মহান রব্ব আল্লাহ্ বান্দার সমস্ত গোপন পাপ আমলনামা থেকে মুছে ফেলে ভালো কাজ দিয়ে তা পূর্ণ করে দিয়েছেন।

অতঃপর বান্দাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। [সূত্র: সহীহ বুখারী, হা/৪৬৮৫,

৬০৭০, ৭৫১৪]

প্রিয় বোন আমার! উল্লিখিত হাদীসের হুশিয়ারী আর সুসংবাদের আলোকে জীবনে ঘটে যাওয়া ইচ্ছেকৃত করা গুনাহের কথা সবার নিকট থেকে গোপন করে রাখ, মহান রব্ব আল্লাহ্ ছাড়া গোপন পাপের কোন নতুন কোন সাক্ষী বানিও না। মহান রব্বের দয়া হলে তিনি হয়তো তোমার গোপন পাপগুলো দুনিয়াতেও গোপন রাখবেন এবং হাশরের ময়দানেও গোপন রেখে তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। সুতরাং অযথা সবাইকে বলে বেড়িয়ে কেন ক্ষমা লাভের সুবর্ণ সুযোগটা হারাবে!

প্রিয় বোন আমার! নিজের গোপনে করা পাপগুলো নিয়ে অন্যের সাথে ফালতু আলোচনা করে নিজেই নিজের পায়ে কুড়াল মেরো না। একদিন আফসোস করতে হবে এই সব অবৈধ মজা করার জন্য। কিন্তু তখন কিছুই করার থাকবে না। কিছুই করার থাকবেনা ...!

আবূ হুরাইরাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন-

"কোন বান্দাহ গুনাহ্ করে বলে, 'হে আমার রব্ব! আমি গুনাহ্ করে ফেলেছি। তুমি আমার এ গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও।' তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, (হে আমার মালায়িকাহ্ (ফেরেশতা)!) আমার বান্দাহ কি জানে, তার একজন 'রব্ব' আছেন? যে 'রব্ব' গুনাহ্ মাফ করেন অথবা (এর জন্য) তাকে শাস্তি দেন? (তোমরা সাক্ষী থেকো) আমি তাকে মাফ করে দিলাম। অতঃপর যতদিন আল্লাহ্ চাইলেন, সে গুনাহ্ হতে বিরত থাকল। তারপর আবার সে গুনাহ্ করল ও বলল, 'হে রব্ব'! আমি আবার গুনাহ্ করে ফেলেছি। আমার এ গুনাহ মাফ করে দাও। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দাহ কি জানে, তার একজন 'রব্ব' আছেন, যে রব্ব গুনাহ্ মাফ করেন অথবা এর জন্য শাস্তি দেন। আমি আমার বান্দাকে মাফ করে দিলাম। অতঃপর আল্লাহ্ যতদিন চাইলেন, সে কোন গুনাহ্ না করে থাকল। তারপর সে আবারও গুনাহ্ করল এবং বলল, হে রব্ব! আমি আবার গুনাহ্ করেছি। তুমি আমার এ গুনাহ্ ক্ষমা করো। তখন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমার বান্দা কি জানে, তার একজন 'রব্ব' আছেন, যে রব্ব গুনাহ্ মাফ করেন অথবা অপরাধের জন্য শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম।" [মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত), হা/২৩৩৩]

সুতরাং প্রিয় বোন আমার! যে কোন ধরনের পাপ করার পর লজ্জিত হও।

অনুতপ্ত হও। আন্তরিক তাওবাহ্ করে ফিরে আসো। রাতের অন্ধকারে যখন তুমি তোমার রব্বের দরবারে কিছু চাইতে বসবে; তখন সেই নাছোড়বান্দা শিশুর মতো হয়ে যাও, যে কিনা কিছু পাওয়ার জন্য একবার বায়না ধরলে সেই জিনিসটি পাওয়ার আগ পর্যন্ত অনবরত কান্নাকাটি করতেই থাকে। দেখবে মহান রব্ব হাশরের ময়দানে মুসীবতের দিনে ঠিকই তোমার তাওবাহ্ কবুল করে তোমাকে শামিল করে নিবেন জান্নাতীদের দলে।

হে প্রিয় বোন আমার!

তুমি কি জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাও?

যদি তুমি জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে চাও, তবে

> পাঁচ ওয়াক্ত সলাত (নিয়মিত) আদায় করবে।
> রমযান মাসের ফরয সিয়াম (যথাযথভাবে) পালন করবে।
> নিজ লজ্জাস্থানকে (অবৈধ যৌনাচার) থেকে হিফাযত করবে। এবং
> নিজ স্বামীর (ইসলাম সম্মত কাজে) অনুগত্য করবে।

ঈমানের সাথে এই চারটি কাজ যদি তুমি করতে পার, তবে (কিয়ামতের দিন) তোমাকে বলা হবে, "হে আমার বান্দি! জান্নাতের যে দরজা দিয়ে খুশি তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর।"

[আবু হুরাইরাহ রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ইবনে হিব্বান, হা/৪১৬৩, সহীহুল জামে' হা/৬৬০]

হে প্রিয় বোন আমার!

তুমি কি না পাওয়ার দুশ্চিন্তা ও হতাশা, Depression, Sadness, Lonleliness ইত্যাদি থেকে মুক্তি চাও?

প্রত্যেকটি মানুষই ব্যক্তিজীবনে কোন না কোন পেরেশানি ও মুসিবতে পতিত হয়। এরপর তা থেকে মুক্তির জন্য বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকে। একসময় এতটাই হতাশ হয়ে যাই যে, আল্লাহ্'র অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দিহান হয়ে পড়ি, মনে হয় আল্লাহ্ কি সত্যিই আছেন! থাকলে আমার ডাকে কেন সাড়া দেন না? এতো এতো পাপ করেও অমুক কতো সুখে আছে, অথচ আমার বেলায়ই কেবল প্রাপ্তির খাতা শূন্য। এতো গেলো একজন গুণাহগারের হতাশ জীবনের কথা। এবার শোন ইসলামের সোনালি যুগের (সাহাবী ও তাবেয়ীনদের যুগ) একটি ঘটনা-

একবার বিখ্যাত তাবেয়ী হাসান বসরী রহিমাহুল্লাহ্'র কাছে এক ব্যক্তি এসে জানালো 'আমার ফসলে খরা লেগেছে, আমাকে আমল দিন'। হাসান বসরী তাকে বললেন, 'ইস্তেগফার করো'। কিছুক্ষণ পর আরেক ব্যক্তি এসে অভিযোগ পেশ করল, 'আমি দরিদ্র। আমাকে রিযিক এর আমল দিন'। হাসান বসরী তাকেও বললেন, 'ইস্তেগফার করো'। এমনিভাবে অপর এক ব্যক্তি এসে সন্তান লাভের আমল চাইলে তিনি বললেন, 'ইস্তেগফার করো'। উপস্থিত ছাত্ররা জিজ্ঞেস করল, 'সবাইকে এক পরামর্শই দিলেন'? হাসান বসরী বললেন, 'আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলি নি, বরং এটা আল্লাহ্ তায়ালা তার কুরআনে শিক্ষা দিয়েছেন'। তারপর তিনি সুরা নুহ এর ১০ থেকে ১২ আয়াতত্রয় তিলাওয়াত করলেন। (তাফসীরে কুরতুবী ১৮/৩০৩)

উক্ত আয়াতসমূহে হযরত নুহ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের উদ্দেশ্যে বলেন- "আর বলেছি, 'তোমাদের রব্বের কাছে ইস্তেগফার করো (ক্ষমা চাও); নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বারিধারা বর্ষণ করবেন। আর তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য উদ্যান তৈরি করবেন ও নদীনালা প্রবাহিত করবেন।" (সূরা নুহ ৭১:১০,১১,১২)

উল্লিখিত আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমরা ইস্তেগফার করার কিছু উপকারিতা জানতে পারলাম। তারমধ্যে দু'টি হচ্ছে ১. রিযিক বৃদ্ধি ২. সন্তান লাভ।

আবার সুরা নামল এর ৪৬ নম্বর আয়াতে হতে জানা যায় ইস্তেগফার করলে আল্লাহ্'র রহমত পাওয়া যাবে। হযরত সালিহ আলাইহিস সালাম তাঁর কওমের উদ্দেশ্যে বলেছেন- "কেন তোমরা আল্লাহ্'র কাছে ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করছো না, যাতে করে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও?" (সুরা নামল ২৭:৪৬)

সুতরাং হে প্রিয় বোন! যখনই পেরেশানি, হতাশা, Depression, Sadness, Lonleliness ইত্যাদি নানা সমস্যার সম্মুখীন হবে তখনই ইস্তেগফারকে 'লাযেম' করে নাও। লাযেম মানে হচ্ছে, তুমি দিনে রাতে যথাসম্ভব ইস্তেগফারকে নিজের অবিচ্ছেদ্য আমল বানিয়ে নাও। উঠতে বসতে ইস্তেগফার করতে থাক। আল্লাহ্ তায়ালা সকল পেরেশানি ও মানসিক কষ্ট দূর করে দিবেন ইনশা-আল্লাহ্। তাওবা ইস্তেগফার করার জন্য হাদিসে বর্ণিত দু'আসমূহ পাঠ করতে পারো :

দু'আ-১:

﴿أَسْتَغْفِرُ اللهَ﴾

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লা-হ্।
অর্থ: আমি আল্লাহ্'র ক্ষমা প্রার্থনা করছি। [মিশকাত-৯৬১]

দু'আ-২:

﴿أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ﴾

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লা-হা ওয়া আতূবু ইলাইহি।
অর্থ: আমি আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর নিকটই তাওবা করছি। [বুখারী-৬৩০৭]

দু'আ-৩:

﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ/التَّوَّابُ الْغَفُورُ﴾

উচ্চারণ: রব্বিগ্ ফিরলী, ওয়া তুব 'আলাইয়্যা, ইন্নাকা আনতাত্ তাওয়া-বুররহীম। দ্বিতীয় বর্ণনায় "তাওয়া-বুর রাহীম"-এর বদলে: 'তাওয়া-বুল গাফূর'।

অর্থ: হে আমার রব্ব! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী করুণাময়। দ্বিতীয় বর্ণনায়: তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী। [আবূ দাঊদ-১৫১৬, ইবনু মাজাহ-৩৮১৪,

তিরমিযী-৩৪৩৪, মিশকাত-২৩৫২]

দু'আ -৪:

﴿ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ﴾

উচ্চারণ: আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা- ইলা-হা ইল্লা- হুওয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম ওয়া আতূবু ইলাইহি।

অর্থ: আমি আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা চাই, তিনি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী এবং তাঁর কাছে তাওবাহ্ করি। [আবু দাউদ-১৫১৭, তিরমিযী-৩৫৭৭, মিশকাত-২৩৫৩]

দু'আ-৫:

﴿اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ﴾

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আনতা রব্বী, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা খলাক্বতানী, ওয়া আনা- 'আবদুকা, ওয়া আনা- 'আলা 'আহদিকা ওয়া ও'য়াদিকা মাসতাত্ব'তু, আ'উযুবিকা মিন শার্রি মা- ছনা'তু, আবূউ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা, ওয়া আবূউ বিযামবী ফাগফিরলী, ফাইন্নাহু লা-ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা।

অর্থ: হে আল্লাহ্ তুমিই আমার রব্ব! তুমি ছাড়া সত্য কোন ইলাহ্ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারন তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। [**রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এই দু'আকে সাইয়্যিদুল ইস্তেগফার বলেছেন**]। [বুখারী-৬৩০৬]

হে প্রিয় বোন আমার!

এক নজরে তোমার মাহরাম পুরুষদের লিস্টটা দেখে নাও। অর্থাৎ যাদের সাথে তোমার সরাসরি কথা বলা, দেখা-সাক্ষাত করা, হাসি-ঠাট্টা-মজা করা ও সফর করাকে ইসলাম বৈধতা দিয়েছে। মাহরাম ছাড়া সকল পুরুষের সামনে তোমাকে পর্দা করতে হবে এবং হবেই।

১. স্বামী (বিয়ের কারণে দেখা দেয়া, সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে মাহরাম)
২. পিতা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।
৩. শ্বশুর, আপন দাদা ও নানা শ্বশুর এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।
৪. আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান এবং আপন মেয়ের স্বামী।
৫. স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র।
৬. আপন ভাই, সৎ ভাই।
৭. ভাতিজা অর্থাৎ, আপন ভাইয়ের ছেলে এবং সৎ ভাইয়ের ছেলে।
৮. ভাগ্নে অর্থাৎ, আপন বোনের ছেলে এবং সৎ বোনের ছেলে।
৯. এমন বালক যার মাঝে মহিলাদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই।

(সূত্র : সূরা নূর ২৪:৩১)

১০. দুধ সম্পর্কীয় পিতা, দাদা, নানা, চাচা, মামা এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।
১১. দুধ ভাই, দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান।
১২. দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, তার ছেলে, দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান। এবং দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের স্বামী।

(সূত্র : বুখারী হা/৫০৯৯, মুসলিম হা/১১৪৪)

১৩. আপন চাচা, সৎ চাচা।
১৪. আপন মামা, সৎ মামা।

(সূত্র : সূরা নিসা ৪:২৩)

উপরোক্ত পুরুষরা ছাড়া অন্য সমস্ত পুরুষের সাথে ইসলামসম্মত একান্ত জরুরী প্রয়োজন ছাড়া দেখা দেয়া, হাসি ঠাট্টা, মজা করা ও সফর করা সম্পূর্ণ অবৈধ এবং হারাম।

হে প্রিয় বোন আমার!

এতো এতো নসীহতের পর তোমার অন্তর যখন পজিটিভ পরিবর্তনের দিকে ঝুঁকে পড়বে, তুমি যখন মহান রব্বের সন্তুষ্টির দিকে নিজেকে রুজু করতে শুরু করবে ঠিক তখনই শয়ত্বান তার ওয়াসওয়াসা নিয়ে হাজির হয়ে যাবে। বলবে- ইসলাম নিলে তুমি তো বন্দী হয়ে যাবে, তোমার সামাজিক স্ট্যাটাস, মূল্যায়ন, অধিকার সব লুন্ঠিত হয়ে যাবে নিমিষেই! এসব কুমন্ত্রণাকে জয় করে শয়ত্বানের চক্রান্তের জাল ছিড়ে তুমি যেন রব্বের হিদায়াতের চাদর তলে জায়গা করে নিতে পারো সেজন্য ইসলামে নারীর মর্যাদা এবং প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে কিছু দলিল ভিত্তিক কথা তোমাকে বলা জরুরী মনে করছি।

আলহামদুলিল্লাহ্। ইসলাম নারীকে মহান মর্যাদা দিয়েছে।

ইসলাম মা হিসেবে নারীকে সম্মান দিয়েছে।

মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মায়ের আনুগত্য করা, মায়ের প্রতি ইহসান করা ফরয করেছে। মায়ের সন্তুষ্টিকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হিসেবে গণ্য করেছে। ইসলাম জানিয়েছে, মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত। অর্থাৎ জান্নাতে যাওয়ার সহজ রাস্তা হচ্ছে- মায়ের খিদমত করা। মায়ের অবাধ্য হওয়া, মাকে রাগান্বিত করা হারাম; এমনকি সেটা যদি শুধু উফ্ উফ্ শব্দ উচ্চারণ করার মাধ্যমে হয় তবুও। পিতার অধিকারের চেয়েও মায়ের অধিকারকে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হয়ে গেলে ও দুর্বল হয়ে গেলে মায়ের খেদমত করার উপর জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। কুরআন ও সহীহ হাদিসের অসংখ্য স্থানে এ বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, মহান রব্ব ফরমান-

"আর আমরা মানুষকে তার মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।" (সূরা আহক্বাফ ৪৬:১৫)

"আর আপনার রব্ব আদেশ দিয়েছেন তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করতে ও মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তারা একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল। আর মমতাবশে তাদের প্রতি নম্রতার ডানা অবনমিত কর এবং বল 'হে আমার রব্ব! তাঁদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তাঁরা আমাকে লালন-পালন করেছিলেন'।" (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:২৩-২৪)

মা'য়ের পদতলেই রয়েছে জান্নাত: মুয়াবিয়া বিন জাহিমা আল-সুলামি (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)এর কাছে এসে বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই; এর মাধ্যমে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি ও আখিরাত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তোমার মা কি জীবিত? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: ফিরে গিয়ে তার সেবা কর। এরপর আমি অন্যভাবে আবার তাঁর কাছে এসে বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি ও আখিরাত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তোমার মা কি জীবিত? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তার কাছে ফিরে গিয়ে তার সেবা কর। এরপরও আমি তাঁর সামনে থেকে এসে বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহ্'র সন্তুষ্টি ও আখিরাত অর্জন করতে চাই। তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তোমার মা কি জীবিত? আমি বললাম: হ্যাঁ। তিনি বললেন: তোমার জন্য আফসোস! তুমি তার পায়ের কাছে পড়ে থাক। সেখানেই জান্নাত রয়েছে।" [ইবনে মাজাহ হা/২৭৮১, সুনানে নাসাঈ হা/৩১০৮]

মা, মা, মা এবং বাবা: আবু হুরাইরাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন: "এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)এর কাছে এসে বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার নিকট থেকে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হক্বদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা। লোকটি বলল: এরপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা। লোকটি বলল: এরপর কে? তিনি বললেন: তোমার মা। লোকটি বলল: এরপর কে? তিনি বললেন: তোমার বাবা।" [সহিহ বুখারী হা/৫৯৭১, সহিহ মুসলিম হা/২৫৪৮]

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক দলিল রয়েছে মায়ের অধিকারের বিষয়ে। সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবগুলো উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবুও বলছি-

সন্তানের উপর মায়ের যে অধিকার ইসলাম নির্ধারণ করেছে এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, সন্তান তার সামর্থ অনুযায়ী মায়ের খোরপোষ দেবে। এ কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম শাসনামলের ইতিহাস ঘেটে নারীকে ওল্ড হোমে রেখে আসা, ছেলের বাড়ী থেকে বের করে দেয়া কিংবা মায়ের খোরপোষ দিতে অস্বীকৃতি জানানো কিংবা সন্তান থাকতেও নিজের ভরণপোষণের জন্য চাকুরী করা ইত্যাদির খোঁজ পাওয়া যাবে না।

ইসলামে নারীকে স্ত্রী হিসেবে মর্যাদা দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।

ইসলাম স্বামীদেরকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর সাথে ভাল আচরণ করার, দাম্পত্য জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নারীর প্রতি ইহসান করার। ইসলাম ঘোষণা করেছে, সর্বোত্তম মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে আচার-আচরণে ভাল। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত তার সম্পদ গ্রহণ ও ব্যয় করাকে নিষিদ্ধ করেছে ইসলাম। এ বিষয়ক দলিল হচ্ছে-

"আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর"। (সূরা নিসা ৪:১৯)

"আর নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা বাকারাহ ২:২২৮)

নাবীজি (ﷺ) বলেছেন: "শোন! আমি তোমাদেরকে নারীদের সাথে ভাল ব্যবহার করার উপদেশ দিচ্ছি।" [তিরমিজী হা/৩০৮৭, ইবনু মাজাহ্ হা/১৮৫১]

আম্মাজান আয়িশাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার পরিবারের কাছে উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের চাইতে উত্তম।" [সুনানে তিরমিযি হা/৩৮৯৫]

ইসলাম মেয়ে হিসেবেও নারীকে সম্মানিত করেছে।

ইসলামে মেয়ে সন্তান প্রতিপালন ও তাকে শিক্ষা দেয়ার প্রতি অনুপ্রানিত করা হয়েছে। ইসলাম মেয়ে সন্তান প্রতিপালনের জন্য মহা প্রতিদান ঘোষণা করেছে। এ বিষয়ে আনাস ইবনু মালিক (রাযিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী (ﷺ) বলেছেন- "যে ব্যক্তি বালেগ হওয়া পর্যন্ত দুইজন মেয়ে সন্তানকে লালন-পালন করবেন, কিয়ামতের দিন সে ও আমি এমন পাশাপাশি অবস্থায় থাকব (এই বলে তিনি আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন)"। [সহিহ মুসলিম হা/৬৫৮৯]

উকবা বিন আমের (রাযিআল্লাহু আনহু) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: "যে ব্যক্তির তিনজন মেয়ে রয়েছে। তিনি যদি মেয়েদের ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করেন, তাদেরকে সচ্ছলভাবে খাওয়ান ও পরান; কিয়ামতের দিন এই মেয়েরা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের মাঝে অন্তরায় হবে।" [ইবনে মাজাহ হা/৩৬৬৯, আদাবুল মুফরাদ হা/৭৬]

ইসলাম নারীকে বোন হিসেবে, ফুফু হিসেবে ও খালা হিসেবেও সম্মানিত করেছে।

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে ও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম হওয়ার কথা অনেক দলিল-প্রমাণে এসেছে। যেমন সহিহ বুখারীতে (হা/৫৯৮৯) আম্মাজান আয়িশাহ্ রাযিআল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী (ﷺ) বলেছেন: "আর-রহিম (আত্মীয়-রক্ত সম্পর্ক) এর মূল হচ্ছে আর-রহমান। যে আত্মীয়তার সম্পর্ক সংরক্ষণ করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক সংরক্ষিত রাখব। আর যে তা ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।"

অনেক সময় একজন নারীর মধ্যে উল্লেখিত সবগুলো মর্যাদার দিক একত্রিত হতে পারে। একজন নারী হতে পারেন তিনি কারো স্ত্রী, কারো মেয়ে, কারো মা, কারো বোন, কারো ফুফু, কারো খালা। তখন তিনি ঐ সকল দিকের মর্যাদা লাভ করবেন।

মোটকথা, ইসলামে নারীর মর্যাদা সমুন্নত করা হয়েছে। অনেক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীকে সমান অধিকার দিয়েছে। পুরুষের ন্যায় নারীও ঈমান আনা এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার জন্য আদিষ্ট। আখিরাতে প্রতিদান পাওয়ার ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের সমান। নারীর রয়েছে-কথা বলার অধিকার: নারী সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে ও আল্লাহ্'র দিকে আহ্বান করবে। নারীর রয়েছে মালিকানার অধিকার: নারী ক্রয়-বিক্রয় করবে, পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে, দান-সদাকা করবে, কাউকে উপহার-উপঢৌকন দিবে। নারীর রয়েছে সম্মানজনক জীবন যাপনের অধিকার। নারীর উপর অন্যায়, অত্যাচার করা যাবে না। নারীর রয়েছে জ্ঞানার্জনের অধিকার। বরং নারী তার উপর দ্বীনের বিধানগুলো পালন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করবে এবং ইসলাম তা অর্জন করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

কেউ যদি ইসলামে সংরক্ষিত নারীর অধিকারগুলোর সাথে সকল অমুসলিম নারীদের অধিকারগুলো তুলনা করে দেখে কিংবা অন্য সভ্যতাগুলোর সাথে তুলনা করে দেখে তাহলে আমরা যা বলেছি এর সত্যতা দেখতে পাবে। বরং আমরা দৃঢ়তার সাথে বলছি, ইসলামে নারীকে যে মহান মর্যাদা দেয়া হয়েছে অন্য কোথাও কোন ধর্মে বা সভ্যতায় সে মর্যাদা দেয়া হয়নি।

নোট:

ইসলামের স্বর্ণযুগের মুসলিমরা ইসলামি শরীয়াহ বাস্তবায়নে অগ্রসর ছিলেন। সময়ের ব্যবধানে নারীদের অধিকারগুলো ইসলামে পরিবর্তিত হয়নি ঠিকই তবে মুসলিমদের দুর্বল ঈমান এবং শরিয়তী রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বর্তমানে সকল ধর্মের নারীদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অবহেলা, ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, কিছু যুলুমও সংঘটিত হচ্ছে। এর মাঝে মুসলিম নারীর অধিকার আদায় ও সংরক্ষণেও চরম উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তবে এতো কিছুর পরও আশান্বিত হওয়ার বিষয় এই যে, মুসলিমদের মধ্যে দ্বীনদারি কমে যাওয়া সত্ত্বেও মা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে, বোন হিসেবে নারীর সম্মান ও মর্যাদা আজও অটুট আছে।

মহান রব্ব আল্লাহ্ প্রত্যেক মুসলিম বোনকে ইসলামে নিজের সম্মানজনক ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়ার তাওফীক্ব দিন এবং মুসলিমা হিসেবে নিজের ব্যাপারে রব্বের নিকট জবাবদিহি করার মতো দ্বীনি যোগ্যতা ও সামর্থ দান করুন। আমীন।

হে প্রিয় বোন আমার!

এই ছিল তোমার প্রতি আমার সংক্ষিপ্ত নাসীহাহ্। তোমাকে যা বললাম, তাই সত্য। আল্লাহ্'র কসম! এসবের বিপরীত কেউ যদি তোমাকে ভিন্ন কথা বলে, তুমি তা কখনো বিশ্বাস করো না। জেনে রেখো! তোমার হাতেই তোমার ও পুরুষদের সংশোধনের চাবিকাঠি; আমার বা আমাদের হাতে নয়। এবার তুমি চাইলে নিজেকে, তোমার বোনদেরকে এবং সমগ্র নারী জাতিকে সংশোধন করতে পার।

আমি তোমাকে যে নাসীহাহ্ করছি, তার বিনিময়ে আমি কিছুই চাই না। শুধু তোমাকে, তোমাদেরকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই, তোমাদের কল্যাণ চাই। চাই তোমাদেরকে পবিত্র জীবনের সন্ধান দিতে। আমি নিজের মা, বোন, মেয়ের জন্য যা ভালবাসি, তোমাদের জন্যও তাই কামনা করি। কারণ আমি তোমাদেরকে শুধু আল্লাহ্'র জন্যই ভালোবাসি।

আমি চাই আমার প্রতিটা বোন হোক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য হীরার মতো! পাথরের মতো নয়, যা এখানে ওখানে অযত্নে, অবহেলায় পড়ে থাকে।

আমার দায়িত্ব ছিল দ্বীনি ভাই হিসেবে তোমার কল্যাণ কামনায় নসীহত করা। তাই আমি আমার দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছি মাত্র!

মহান রব্ব আল্লাহ্ তোমাকে পরিপূর্ণ হিদায়াত দান করুন এবং তোমার উপর তাঁর পক্ষ হতে শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। আমিন।

প্রিয় বোন আমার!

পৃথিবীর সফল মানুষদের ইতিহাস যদি পড়তে, তবে জানতে পারতে ইসলামই সর্বপ্রথম নারীকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দিয়েছে। নারীকে শুধুমাত্র পুরুষের ভোগের পণ্য হতে দেয়নি! একমাত্র ইসলামই কন্যা সন্তান লালন পালনের পুরস্কার হিসেবে জান্নাত ঘোষণা করেছে। ইসলামই পুরুষের চারিত্রিক শুদ্ধতা যাচাইয়ে স্ত্রীর সাক্ষ্যের কথা বলেছে। ইসলামে কোনো সুযোগ রাখা হয়নি মাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে বউ নিয়ে সুখে থাকার অথবা জন্মের পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত কোনো পর্বে মাকে অবমূল্যায়ন করার। "স্ত্রী-কন্যা-মা" নারী জীবন তো এই তিনের বাইরে নয়। এ তিনের কাউকেই ইসলামের চেয়ে বেশি দিতে পারেনি কোনো ধর্ম বা কোনো জাতি।

জ্ঞান কুটির